Contents

১৬শ বর্ষ/১১শ সংখ্যা

মাঘ ১৩৭৭

তর্জুমানুল-হাদীছ

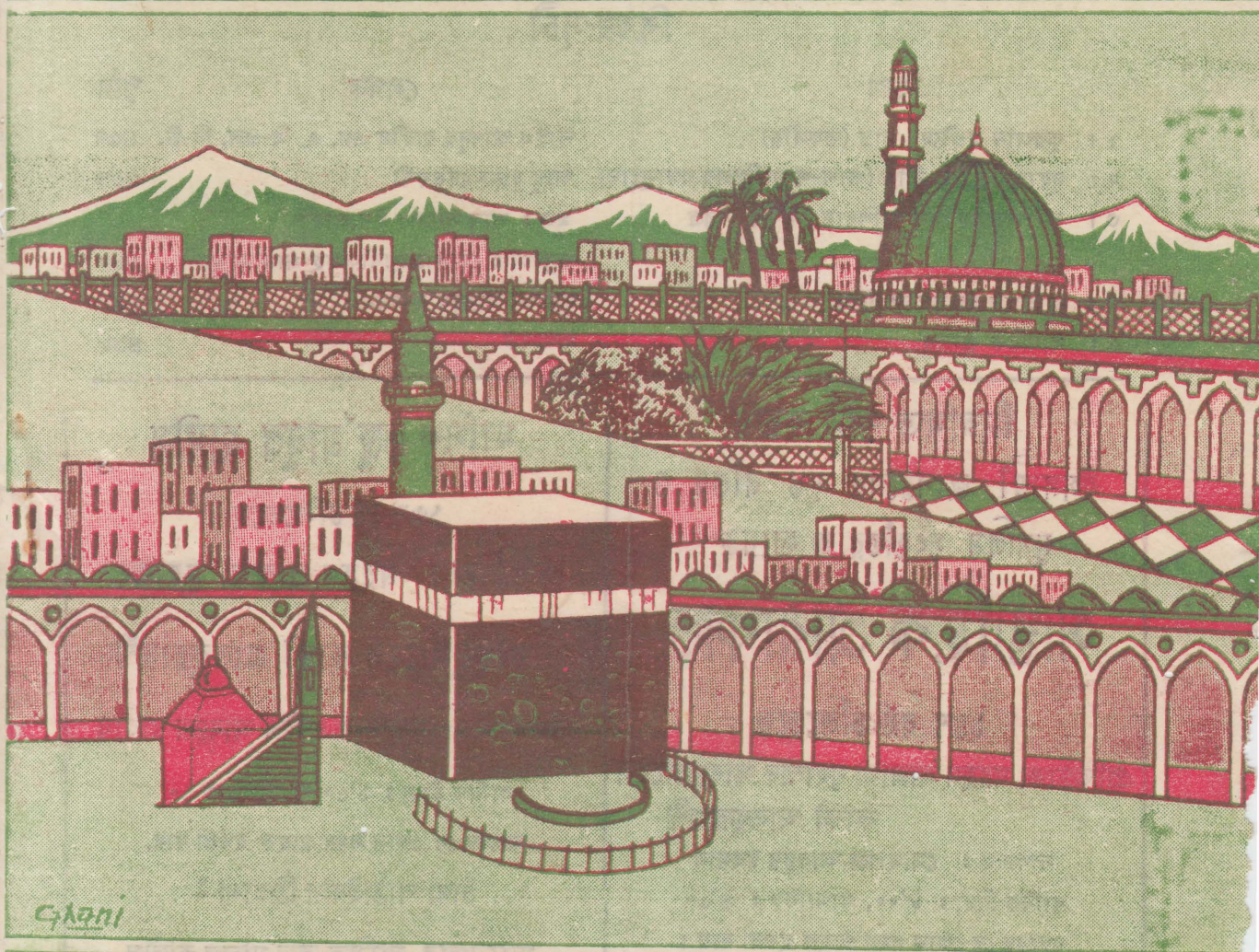

সম্পাদক

শাইখ আবদুর রাহীম এম. এ. বি. এল, বিটি

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬'৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

ষোড়শ বর্ষ—১১শ সংখ্যা

মাঘ, ১৩৭৭ বাংলা ; যিলহজ্জ ১৩৯০ হিঃ জানুয়ারী, ১৯৭০ খৃষ্টাব্দ,

বিষয়-সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কুরআন মজীদের ভাষ্য (তফসীর)	শাইখ আবদুর রাহীম এম, এ, বি-এল, বি-টি,	৪৫৭
২।	মুহাম্মদী রীতি-নীতি (আশ-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)	আবূ য়ুসুফ দেওবন্দী	৪৬৪
৩।	সমাজতন্ত্রের দেশ রাশিয়ায় নৈতিক চরিত্র	মূল ঃ আবু সালেহ ইস্‌লাহী অনুবাদ ঃ মোহাঃ হাবীবুল্লাহ খান রহমানী	৪৮০
৪।	জাহানে ইসলামের ঐক্য	মুহাম্মদ আবদুর রহমান	৪৮৭
৫।	সাময়িক প্রসংগ	সম্পাদক	৪৯৮

নিয়মিত পাঠ করুন

ইঁসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকিব ও

মুসলিম সংহতির আস্রায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

১৪শ বর্ষ চলিতেছে

প্রতিষ্ঠাতা মরহুম আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী

সম্পাদক ঃ মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা ঃ ৮'০০, ষান্মাসিক ঃ ৪'৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার ঃ সাপ্তাহিক আরাফাত,

৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

১৬শ বর্ষ চলিতেছে

প্রতিষ্ঠাতা ঃ মরহুম আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী

সম্পাদক ঃ—মওলানা শাইখ আবদুর রাহীম

বার্ষিক চাঁদা ঃ ৬'৫০ ষান্মাসিক ৩'৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়,

চাঁদা পাঠাইবার ঠিকানা ঃ

ম্যানেজার, মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

প্রকাশ স্থল : ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

ষোড়শ' বর্ষ	মাঘ ১৩৭৭ বংগাব্দ ; যিলহজ্জ ১৩৯০ হিঃ জানুয়ারী, ১৯৭০ খৃষ্টাব্দ	১১শ সংখ্যা

শাইখ আবদুর রাহীম এম-এ, বি-এল বি-টি, ফারিগ-দেওবন্দ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অসীম দয়াবান অত্যন্ত দানকারী আল্লাহের নামে।

١١ - وَاَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ۝

১১। 'আর ইহা নিশ্চিত যে, আমাদের কেহ কেহ প্রকৃত ন্যায় আচরণকারী এবং কেহ কেহ তদপেক্ষ হীন রহিয়াছে। বস্তুতঃ আমরা পরস্পর বিরোধী মতসমূহের মূর্ত প্রতীক ছিলাম।

১১। الصّٰلِحُوْن—'সালিহুন' শব্দের অর্থ হইতেছে সাধু সজ্জনেরা ; আর আল্ (اَل) অব্যয়টিকে 'পূর্ণতাজ্ঞাপক' ধরিয়া উহার অর্থ হয় চরম, পরম, খাঁটি, প্রকৃত ইত্যাদি। তাই 'আস্‌সালিহুন' শব্দের অনুবাদ 'প্রকৃত ন্যায়-আচরণকারী' করা হইল।

دُوْنَ ذٰلِكَ : তদপেক্ষা হীন। ইহার দুই প্রকার তাৎপর্য করা হয়। (এক) যাহারা ন্যায় আচরণ ও অন্যায় আচরণ উভয় প্রকার আচরণই করে তাহারা এবং যাহারা কেবলমাত্র অন্যায়ই করে অর্থাৎ কাফিরেরা এই উভয় দলই ইহার অন্তর্ভুক্ত। (দুই) ইহা বলিয়া

www.ahlehadeethbd.org

১২। "আর আমরা নিশ্চিত বুঝিলাম যে, আমরা পৃথিবীতে থাকিয়া আল্লাহকে তাঁহার বিধান কার্যকর করা ব্যাপারে কিছুতেই অক্ষম করিতে পারিব না এবং তাঁহার পাকড়াও ব্যাপারে আমরা কোন স্থানে পলাইয়াও তাঁহাকে অক্ষম করিতে পারিব না।

১৩। "আর ইহা নিশ্চিত যে, আমরা যখন সুপথে চলিবার মূর্ত প্রতীক শুনিলাম তখন আমরা তাহাতে বিশ্বাস করিলাম। কেননা, যে কেহ তাহার রাব্বের প্রতি ঈমান রাখে তাহারই অবস্থা এই যে, সে না ভয় করে কোন ক্ষতির আর না কোন বিনাশের।

١٢ - وانا ظننا ان لن نعجز الله
في الارض ولن نعجزه هربا ٠

١٣ - وانا لما سمعنا الهدى امنا
به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا
ولا رهقا ٠

কেবলমাত্র কাফিরদিগকে বুঝানো হইয়াছে।

كنا طرائق قددا—তারা'ইক শব্দের পূর্বে যাওী (ذوى) উহ্য ধরিয়া ইহার অর্থ করা হয়, "আমরা ছিলাম পরস্পরবিরোধী মতসমূহের ধারক বা অনুসারী।" কিন্তু তাহারা তাহাদের ঐ মতগুলিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিত—এই ভাব বুঝাইবার জন্য 'যাওী' শব্দটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নাই। তাই অনুবাদ করা হইল, 'আমরা পরস্পরবিরোধী মত সমূহের মূর্ত প্রতীক ছিলাম।'

১২। অর্থাৎ আমরা আল্লাহের বিধান কিছুতেই এড়াইতে পারি না। তাঁহার নিকট আমাদের আত্মসমর্পণ করা ছাড়া উপায় নাই।

১৩। الهدى—এই সূরাহের প্রথম আয়াতে 'কুর্‌আন' উল্লেখ করিয়া দ্বিতীয় আয়াতে উহার বিবরণে বলা হয় 'হাদ্‌ী' (يهدى) সে সুপথে চালিত করে। কাজেই এখানে আল্‌হুদা (الهدى) বলিয়া কুর্‌আন বুঝিতে হইবে।

একটি প্রশ্ন ঃ

فمن يؤمن بربه فلا يخاف—ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে এই ভাব প্রকাশ করা যায় 'ফালা য়াখাফু' স্থলে 'ল য়াখাফ্' বলিয়া। বাক্য বিন্যাসে 'মান্' হইতেছে ইস্‌মুশ্‌শারত্ আর য়ু'মিন্ হইতেছে শার্‌ত্। এখন প্রয়োজন জাযা' এর। সেই জাযা' ব্যাকরণ মতে 'লা য়াখাফ্' (لا يخف) হয়। কিন্তু সেই স্থলে এখানে 'ফালা য়াখাফু' বলা হইয়াছে। ফলে এখানে 'ফা' বৃদ্ধি করিয়া 'য়াখাফ্' স্থলে 'য়াখাফু' বলা হইয়াছে। এখন বাক্যবিন্যাসে 'ফা' এর পরে 'হুওা' উহ্য ধরিতে হইবে। ঐ 'হুওা' হইবে উদ্দেশ্য পদ এবং 'লা য়াখাফু' একটি বাক্য (جملة فعلية) হইয়া ঐ 'হুয়া' এর বিধেয় হইবে। এই উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয়ে মিলিয়া একটি বাক্য হইবে এবং ঐ বাক্যটি 'মান্' এর জাযা' হইবে। এখন প্রশ্ন উঠে, ব্যাকরণের সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া এই প্রকার জটিল বাক্য আনিবার সার্থকতা কি।

জওাব—'লা য়াখাফ্' বলা হইলে অনুবাদ হইবে যে কেহ তাহার রাব্বের প্রতি ঈমান রাখে সে না ভয়...। আর 'ফালা য়াখাফু' বলায় অনুবাদ হইবে, 'যে কেহ .....ঈমান রাখে তাহারই অবস্থা এই যে, সে না ভয় করে.....। ঐ ব্যক্তি ছাড়া অপর কেহই ক্ষতি বা বিনাশ হইতে নির্ভয় হইবে না।'

এই অতিরিক্ত ভাব প্রকাশের জন্য এইরূপ করা হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

১৪। "আর নিশ্চয় আমাদের অবস্থা এই যে, আমাদের কেহ কেহ রহিয়াছে আল্লাহের আদেশের সম্মুখে আত্মসমর্পণকারী মুসলিম এবং কেহ কেহ রহিয়াছে বিপথগামী অনাচারী। অনন্তর যাহারা আত্মসমর্পণ করিল তাহারা সুপথের সন্ধান পাইল।

١٤ - وانا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا ٠

১৫। "এবং যাহারা বিপথগামী তাহাদের ব্যাপার এই যে, তাহারা জাহান্নামের জ্বালানীতে পরিণত হইল।"

١٥ - واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ٠

১৬। আর [হে রাসূল বল, আমাকে জানানো হইল যে,] বস্তুতঃ ব্যাপার এই যে, তাহারা যদি খাঁটি পথটিতে অটল থাকিত তাহা হইলে আমরা তাহাদিগকে পান করাইতাম প্রচুর পানি —

١٦ - وان لو استقاموا على الطريقة لاسقينهم ماء غدقا ٠

৪। القاسطون — কাসাত (قسط) হইতে কাসিত (قاسط) এর অর্থ বিপথগামী, অনাচারী অথচ ইক্‌সাত (اقسط) হইতে মুক্‌সিত (مقسط) এর অর্থ ন্যায়পরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ। এখানে কাসিত বলিয়া 'কাফির' বুঝানো হইয়াছে।

১৫। এই আয়াত প্রসংগে দুইটি প্রশ্ন উঠে। একটি প্রশ্ন এই যে, 'কাফিরের পরিণাম জাহান্নামের ইন্ধন'—তো বলা হইল। কিন্তু 'মুসলিমদের পরিণাম জান্নাত'—তাহা তো বলা হইল না। ইহার জওয়াব এই যে, মুসলিমেরা সুপথের সন্ধান পাইল বলিয়া তাহাদের প্রাপ্য পুরস্কার জান্নাতের দিকে ইঙ্গিত করা হইল।

অপর প্রশ্নটি এই যে, জিন্ন্ হইতেছে আগুন হইতে সৃষ্ট। তবে তাহাকে জাহান্নামের জ্বালানী করিলে তাহাতে তাহার কষ্ট না হইবারই কথা। ইহার জওয়াব এই যে, মানুষ মাটি হইতে সৃষ্ট বটে, কিন্তু সৃষ্ট হইবার পরে সে যেমন আর মাটি থাকে না, বরং রক্ত মাংসে রূপান্তরিত হয়, সেইরূপ জিন্ন আগুন হইতে সৃষ্ট হইবার পরে সে আর আগুন থাকে না—সেও রক্ত মাংস অথবা অপর কোন পদার্থে রূপান্তরিত হইয়া পড়ে। ফলে মানুষকে মাটির ঢিল দিয়া আঘাত করিলে সে যেমন কষ্ট অনুভব করে, জিন্নকে সেইরূপ আগুন দিয়া পোড়াইলে সেও কষ্ট অনুভব করে।

দ্বিতীয়তঃ জাহান্নাম যেমন অত্যুষ্ণ আছে সেইরূপ সীমাতিরিক্ত শীতলও রহিয়াছে এবং জাহান্নামীদিগকে যেমন অত্যুষ্ণ উত্তাপযোগে শাস্তি দেওয়া হইবে সেইরূপ অত্যন্ত শৈত্যযোগেও শাস্তি দেওয়া হইবে।

এই আয়াতে জিন্নদের তেরোটি উক্তির বিবরণ শেষ হইল। প্রথম আয়াত দুইটিতে একটি উক্তির, ১৪ ও ১৫ আয়াতে একটি উক্তির, এবং মধ্যবর্তী ১১টির প্রত্যেকটিতে একটি উক্তি—মোট তেরোটি উক্তির বিবরণ শেষ হইল। ইহার পরের আয়াতে আল্লাহের নির্দেশ শুরু হইয়াছে।

১৬। وان (ওা আন্)—প্রথম আয়াতের 'অন্নাহুস্‌তামা'আ' এর সহিত ইহা সংযুক্ত। অর্থাৎ অহ্‌ঈ এর প্রথম পদ হইতেছে জিন্নদের ঐ উক্তিগুলি এবং উহার দ্বিতীয় পদ হইতেছে এই আয়াতে বর্ণিত নির্দেশ।

এই 'আন্' মূলতঃ 'আন্না' এর এক রূপ এবং এই 'আন্না' এর পরে আশ্‌শান (الشان) উহ্য ধরিতে হয়। অর্থ হয় 'নিশ্চয় ব্যাপার এই যে,'।

www.ahlehadeethbd.org

لو استقاموا على الطريقة :— যদি তাহারা অটল থাকিত খাঁটি পথটিতে। এখানে 'আত্তরীকাতি' এর 'আল্' অব্যয়টিকে পূর্ণতাবাচক ধরিয়া এই অনুবাদ করা হইল। তারপর এখানে 'তাহারা' বলিয়া কাহাদিগকে বুঝানো হইয়াছে সে সম্বন্ধে তিনটি মত পাওয়া যায়। (এক) অব্যবহিত পূর্বে যে বিপথগামী জিন্নদের উল্লেখ রহিয়াছে তাহাদের পরিবর্তে এই সর্বনাম আনা হইয়াছে। তখন অর্থ হইবে 'ঐ অনাচারী কাফির জিন্নেরা যদি ঈমান আনিয়া ঐ খাঁটি পথে অটল থাকিত.....। (দুই) যদিও এখানে মানুষের কোন উল্লেখ নাই তথাপি কুরাইশেরা যেহেতু তখন কয়েক বৎসর ধরিয়া অনাবৃষ্টিতে ভুগিতেছিল আর প্রচুর পানির প্রয়োজন যেহেতু মানুষেরই হইয়া থাকে সেই জন্য এখানে 'তাহারা' বলিয়া কুরাইশদিগকে বুঝানো হইয়াছে। মানুষের উল্লেখ না থাকিলেও আনুষঙ্গিক পরিবেশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই তাৎপর্য গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহার নযীর হইতেছে, 'ইন্না আন্যাল্নাহু ফী লায়লাতিল কাদ্‌রি। তখন অর্থ হইবে, 'আর এই কুরায়শেরা যদি ঈমান আনিয়া তাহাতে অটল থাকিত.....।'

(তিন) 'তাহারা' বলিয়া জিন্নদের পূর্বপুরুষ ইব্‌লীসকে বুঝানো হইয়াছে। অর্থাৎ ইব্‌লীস যদি তাহার আদি খাঁটি পথে ও মতে অটল থাকিত এবং অহংকারভরে আদামের উদ্দেশ্যে সিজ্‌দাহ করিতে অস্বীকার করিয়া কাফির না হইত তাহা হইলে তাহার বংশধর জিন্নদিগকে নানা সম্পদ ও নি'মাত দান করিতাম। ইহার নযীর এই যে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যুগের আহ্‌লুল্ কিতাবকে তাহাদের পূর্বপুরুষদের অনাচার উল্লেখ করিয়া তিরস্কার করা হইয়াছে। ইহাও তদ্রূপ।

এই তিনটি ব্যাখ্যা ছাড়া আর একটি ব্যাখ্যাও করা হয়। তাহা এই, আত্তারীকাতি' এর 'আল্' অব্যয়টিকে ইযাফাত অর্থে গ্রহণ করা হইলে তাৎপর্য দাঁড়াইবে এই, 'যদি ঐ বিপথগামী জিন্নেরা নিজেদের পথে অর্থাৎ গুম্‌রাহীতে অটল থাকিত তবুও আমরা তাহাদিগকে প্রচুর ধনসম্পদ দান করিতাম; উহাতে কোনই কসুর করিতাম না।"

এই তাৎপর্যের সমর্থনে দুইটি আয়াত পেশ করা হয়। (এক) সূরাহ আয্‌যুখ্‌রুফ" এর ৩৩ ৩৪ আয়াত দুইটি। উহাতে বলা হইয়াছে, "আর যদি ইহা না হইত যে, সকল লোক এক দলে পরিণত হইবে (অর্থাৎ সকলেই কাফির হইয়া যাইবে) তাহা হইলে অসীম দয়াবান (আল্লাহ) এর সহিত যাহারা কুফর করে তাহাদের ঘরের ছাদ রূপার করিয়া দিতাম এবং যে সিড়ি দিয়া তাহারা আরোহণ করে সেই সিড়িগুলিকে এবং তাহাদের ঘরের দরজাগুলিকে এবং যে আসনগুলিতে তাহারা হেলান দিয়া বসে সেই আসনগুলিকেও রূপার করিয়া দিতাম।" (দুই) এই সূরার পরবর্তী আয়াতের প্রথম অংশ। উহাতে বলা হইয়াছে, "তাহাদিগকে উহা দিয়া আযমায়িশ করার উদ্দেশ্যে।" আর ৩। ১৭৮ আয়াতে বলা বলা হইয়াছে যে, কাফিরদিগকে এই জন্যই প্রশ্রয় দেওয়া হয় যেন তাহারা আরো বেশী পাপে লিপ্ত হয়।

কিন্তু এই তাৎপর্যের বিপক্ষে দুইটি যুক্তি পেশ করা হয়। (এক) আত্তারীকাহ শব্দে, 'আল্' থাকায় উহা দ্বারা নির্দিষ্ট অর্থাৎ লোকের নিকট উত্তম বলিয়া পরিচিত পথকেই বুঝাইবে— সকল পথ বুঝাইতে পারে না। (দুই) আর ধন সম্পদ ও প্রশ্রয় দিয়া মুসলিমকেও এই ভাবে পরীক্ষা করা হয় যে, সে উহা আল্লাহের পথে ব্যয় করিতেছে অথবা নিজের কুপ্রবৃত্তিও শায়তানের পথে ব্যয় করিতেছে। কাজেই চতুর্থ ব্যাখ্যাটি গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।

ماء غدقا : প্রচুর পানি। এখানে 'প্রচুর পানি পান করাইব' বলিয়া বৃষ্টি বর্ষণ বুঝানো হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য 'জান্নাত'ও হইতে পারে। অথবা ইহা বলিয়া 'যাবতীয় মঙ্গল এবং কল্যাণও বুঝাইতে পারে।

www.ahlehadeethbd.org

١٧ - لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ۝

১৭। যাহাতে আমরা তাহাদিগকে এই ব্যাপারে পরীক্ষা ও আযমায়িশ করিতে পারি সেই হেতু। কিন্তু কেহ যদি তাহার রাব্বের স্মরণে ও মহিমা বর্ণনা হইতে পরাঙ্মুখ হয় তাহা হইলে তিনি তাহাকে ঊর্ধগ শাস্তিসূত্রে গ্রথিত করিবেন।

১৭। يَسْلُكْهُ عَذَابًا : ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে 'আযাবান' না বলিয়া 'ফী আযাবিন' বলা সঙ্গত ছিল। কিন্তু 'ফী' অব্যয়টি বাদ দিয়া 'আযাবিন' মাজরূরকে 'আযাবান' মান্সূব করা হইয়াছে। ইহাকেই ব্যাকরণের পরিভাষায় 'মান্সূব বিনাযি'ই খাফিয' বলা হয়। কুরআন মাজীদে ইহার বহু নযীর পাওয়া যায়। যথা, সূরাহ আল্ ফাতিহাহ মধ্যে 'ইহ্দিনা' শব্দের পরে 'লিস্সিরাতিল্' অথবা 'ইলাস্সিরাতিল্' বলা ব্যাকরণসিদ্ধ ছিল; কিন্তু 'লি' বা 'ইলা' অব্যয় বাদ দিয়া 'আল্সিরাতিল্' মাজরূরকে 'অস্সিরাতাল' মানসূব করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে সূরাহ ৭ : ১৫৫ আয়াতে 'ওাখ্তারা' শব্দের পরে 'মিন কাওমিহী' বলা ব্যাকরণসিদ্ধ ছিল; কিন্তু সেখানে 'মিন্' অব্যয়টি বাদ দিয়া 'কাওমিহী' মাজ্রূরকে 'কাওমাহু' মানসূব করা হইয়াছে। এইরূপ পরিবর্ত্তনের পশ্চাতে অর্থের মধ্যে কি পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা আমরা কোন তাফসীর গ্রন্থেই খুঁজিয়া পাই না। বিশেষজ্ঞ তাফসীরকারদিগকে এই সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

যাহা হউক এই পরিবর্তনের ফলে উক্ত ভাবটি মোটামুটিভাবে বেশী জোরদার করা হয়; তবে কি রকমের জোরদার হয় তাহার প্রকৃত স্বরূপ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন হইয়া থাকে। এখানে যদি 'মিন্' ব্যবহার করা হইত তাহা হইলে উল্লিখিত আযাবের মধ্যে ঐ ব্যক্তির আলগা ভাবে বিজড়িত হওয়া বুঝাইতে পারিত। কিন্তু 'মিন' না থাকায় উল্লিখিত আযাবের মধ্যে ঐ ব্যক্তির ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত থাকা বুঝাইতেছে--অর্থাৎ ঐ আযাব এবং ঐ ব্যক্তি মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া যাইবে।

عَذَابًا صَعَدًا : ঊর্ধে আরোহনকারী বা ঊর্ধগ শাস্তি; ক্রমবর্ধমান শাস্তি বা অসহ্য শাস্তি; যে শাস্তি মানুষকে ধরাশায়ী করিয়া ফেলে। ইহার দ্বিতীয় অর্থ হইতেছে 'ইহা জাহান্নামের একটি পাহাড়ের নাম'। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, জাহান্নামের মধ্যে 'সা'আদ' নামে একটি অত্যন্ত মসৃণ পাহাড় আছে। অনন্তর কাফিরকে ঐ পাহাড়ের শীর্ষে আরোহণ করিবার জন্য কঠোর আদেশ দিয়া শিকলে আবদ্ধ করিয়া ঊর্ধ দিকে হেঁচড়াইয়া টানা হইতে থাকিবে এবং পশ্চাতে হাতুড়ি দিয়া আঘাত করা হইতে থাকিবে। এই ভাবে চল্লিশ বৎসর চলিয়া কাফির ঐ পাহাড়ের শীর্ষদেশে উঠিলে তাহাকে টানিয়া নীচে আনা হইবে। তারপর আবার তাহাকে হেঁচড়াইয়া টানিয়া এবং হাতুড়ি পেটা করিয়া ঐ পাহাড়ের শীর্ষ দেশে উঠান হইলে আবার তাহাকে টানিয়া নীচে নামান হইবে। এই ভাবে ঐ শাস্তি অনন্ত কাল ধরিয়া চলিতে থাকিবে। সূরাহ আল্ মুদ্দাস্সির ১৭ আয়াতে 'সাউরহিকুহু সা'উদা' বলিয়া এই ভাবই প্রকাশ করা হইয়াছে। অহ্ঈ এর দ্বিতীয় পদ এখানে শেষ হইল।

www.ahlehadeethbd.org

١٨ - وَأَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا
مَعَ اللّٰهِ أَحَدًا ۝

১৮। আর [হে রাসূল বল, আমাকে জানানো হইল যে,] নিশ্চয় মাস্‌জিদগুলি আল্লাহের (স্মরণ ও মহিম বর্ণনের) জন্য; সুতরাং তোমরা সেখানে আল্লাহকে ডাকিবার সঙ্গে সঙ্গে অপর কাহাকেও ডাকিও না।

١٩ - وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوهُ
كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۝

১৯। আর নিশ্চিত ব্যাপার এই যে, আল্লাহের দাস যখন আল্লাহকে ডাকিতে দাঁড়াইল তখন তাহারা তাহার উপর গভীর ভিড় জমাইবার উপক্রম করিল।

১৮। অহ্‌ঈ এর তৃতীয় পদ অর্থাৎ তৃতীয় নির্দেশ এই আয়াতে রহিয়াছে।

المساجد (আল্‌মাসাজিদ)। অধিকাংশের মতে এখানে ইহার অর্থ ইবাদাতের স্থানসমূহ। কাজেই য়াহূদী, খৃষ্টান ও মুসলিম তিন দলেরই ইবাদাতের ঘর ইহার আওতায় পড়ে। য়াহূদী ও খৃষ্টানেরা যেহেতু তাহাদের ইবাদাতের গৃহসমূহে আল্লাহ ছাড়া অপরেরও আরাধনা করিত সেই জন্য মুসলিমদিগকে এই নির্দেশ দেওয়া হইল যে, তাহারা যেন য়াহূদী ও খৃষ্টানদের ন্যায় নিজেদের ইবাদাত-গৃহে আল্লাহ ছাড়া অপরের ইবাদত না করে। এই ব্যাখ্যায় 'আল্‌মাসাজিদু লিল্লাহি' এর তাৎপর্য হইবে 'আল্লাহের যিক্‌র্ ও ইবাদাতের জন্য মাস্‌জিদগুলি নির্মিত হইয়াছে।

ফা'আলা—য়াফ্‌'উলু পরিমাপের ক্রিয়াগুলির স্থান বাচক বিশেষ্য মাফ্‌'আলুন্ পরিমাপে হয়। কাজেই ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী মাস্‌জাদুন্ হইতে হয়; কিন্তু ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া মাস্‌জিদুন হইয়া থাকে। কাজেই 'আল্‌মাসাজিদ'কে 'আল্ মাস্‌জিদ' এর বহু বচন ধরিয়া এই অর্থ হইবে।

এই আল্‌মাসাজিদ সম্পর্কে আরো কয়েকটি মত পাওয়া যায়। তাহা এই:

(দুই) 'আল্‌মাস্‌জিদ' এর বহু বচন ধরিয়া 'আল্‌মাসাজিদ' বলিয়া সমগ্র ভূভাগকে বুঝানো হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "সমগ্র পৃথিবীর ভূভাগকে মাস্‌জিদ করা হইয়াছে।"

(তিন) মাস্‌জিদ এর বহুবচন হিসাবে সিজদার সাত অঙ্গকে বুঝানো হইয়াছে। তখন ব্যাখ্যা এই হইবে, "শরীরস্থ সিজদার স্থানগুলি আল্লাহের ইবাদাতের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে।"

(চারি) 'মাস্‌জাদ' এই মাসদারের বহুবচন ধরিয়া অর্থ হয় সিজদাগুলি। তখন লিল্লাহি এর অর্থ হইবে আল্লাহের প্রাপ্য। সিজদাসমূহ একমাত্র আল্লাহের প্রাপ্য।

এই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম হাসান বাসরী বলেন কেহ মাসজিদে প্রবেশ করিতে গেলে সে যেন অন্ততঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলিয়া আল্লাহের যিকর করে।

ব্যাকরণ—আয়াতটির বাক্যবিন্যাস

বাক্যটিতে দুইটি অংশ রহিয়াছে (এক) আন্নাল্ মাসাজিদা লিল্লাহি (দুই) ফালা তাদ্‌'উ। এখন প্রশ্ন উঠে দ্বিতীয় অংশের 'ফা' পূর্বের সহিত যুক্ত করা হইবে কি ভাবে? কাজেই বৈয়াকরণিক আল্‌খালীল বলেন যে, 'আন্না' এর পূর্বে 'লি' অব্যয় উহ্য ধরিয়া তাহার সহিত 'ফা' এর যোগসাধন হইবে। অর্থাৎ প্রথম অংশটি হইবে 'লিআন্নাল্ মাসাজিদা.....'।

১৯। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এইটি হইতেছে অহ্‌ঈ এর চতুর্থ পদ। এই কারণে তাঁহারা এই আয়াতের প্রথমে 'আন্নাহু' পড়েন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

عبد الله : আল্লাহের দাস। এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, এখানে 'আল্লাহের দাস' বলিয়া মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বুঝানো হইয়াছে।

قام يدعوه : সে তাঁহাকে ডাকিতে দাঁড়াইল। 'আল্লাহকে ডাকিবার জন্য দাঁড়ানো'—এর তাৎপর্য হইতেছে আল্লাহের উদ্দেশ্যে সলাতে দাঁড়ানো।

لبدا : স্তূপসমূহ হইয়া। 'লিব্‌দাতুন্' এর বহুবচন হইতেছে লিবাদুন। কাজেই আয়াত-অংশটির অনুবাদ হইবে, 'তাহারা তাঁহার উপর স্তূপসমূহ হইবার উপক্রম করিল অর্থাৎ তাহারা তাঁহার নিকট অত্যন্ত ভিড় জমাইবার উপক্রম করিল।

كادوا يكونون : তাহারা হইবার উপক্রম করিল। এখানে 'তাহারা' বলিয়া কাহাদিগকে বুঝানো হইয়াছে সে সম্বন্ধে তিনটি মত পাওয়া যায়। (এক) ঐ জিন্নগণ যাহারা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে নাখ্‌লাহ নামক স্থানে ফাজ্‌রের সলাতে কুর্‌আন মাজীদ তিলাওাৎ করিতে শুনিয়াছিল তাহারা তাঁহার ঐ অভিনব অবস্থা দেখিয়া এবং ঐ অত্যাশ্চর্য কুর্‌আন শুনিয়া তাঁহার যথাসম্ভব নিকটে গিয়া ভিড় করিবার উপক্রম করিয়াছিল। (দুই) ঐ সব মুশরিক কুরাইশরা যাহারা মূর্তি পূজা করিত তাহারা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিরুদ্ধে সমবেত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ভিড় জমাইয়াছিল। (তিন) আল্লাহের ঐ দাস যখন একমাত্র আল্লাহের ইবাদাতের দিকে আহ্বান জানাইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন তখন বিপথগামী সকল মানুষ ও সকল জিন্ন তাঁহার শত্রুতায় একতাবদ্ধ হইয়া ভিড় জমাইয়াছিল।

এই আয়াতটিকে অধিকাংশ তাফসীরকারই জিন্নদের উক্তির বিবরণ বলিয়া না মানিলেও কেহ কেহ ইহাকে জিন্নদের উক্তির একটি বিবরণ বলিয়া দাবী করেন। তাঁহারা সেই কারণে 'ওা আন্নাহু' না পড়িয়া 'ওা ইন্নাহু' পড়িয়া থাকেন। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, নিজেকে আল্লার দাস বলিয়া নিজের কথা প্রথম পুরুষে লোককে জানাইবার নির্দেশ দেওয়া আল্লাহের পক্ষে অস্বাভাবিক দেখায়। তাই তাঁহারা ইহাকে জিন্নের কথা বলিয়া দাবী করেন। আমাদের পক্ষ হইতে জওাব এই যে, আল্লাহ তা'আলা বহু স্থানে নিজেকেও প্রথম পুরুষে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই ভাবে প্রকাশ করার একটা বিশেষ গুরুত্বও রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ইহাকে জিন্নের উক্তির বিবরণ ধরা হইলে আগে পিছে আল্লাহের নির্দেশ এবং মাঝে অপরের উক্তির বিবরণ আল্লাহের বর্ণনা ধারার সম্পূর্ণ বিরোধী এবং তাহাতে আল্লাহের কালাম দোষযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

মুহাম্মাদী রীতি-নীতি

(আশ্-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)

॥ আবূ য়ূসুফ দেওবন্দী ॥

باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم

[একত্রিংশ অধ্যায়]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পানীয় দ্রব্যের বিবরণ সম্বলিত হাদীসসমূহ।

(২০৫—১) حدثنا ابن ابي عمر ثنا سفين عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان احب الشراب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد •

(২০৫—১) আমাদিগকে হাদীস শোনান ইবনু আবূ উমার, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান সুফ্য়ান, তিনি রিওায়াত করেন মা'মার হইতে, তিনি যুহ্রী হইতে, তিনি 'উর্ওাহ হইতে, তিনি আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আন্হা হইতে, তিনি বলেন পানীয় মধ্যে মিষ্ট ঠাণ্ডা পানীয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সর্বাধিক প্রিয় ছিল।

(২০৫—১) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও (তুহফাহ : ৩।১১৫ পৃষ্ঠা) বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া এই হাদীসটি ইমাম আহমাদ এবং ইমাম আল্ হাকিমও রিওায়াত করিয়াছেন। (তুহফাহ : ৩।১১৫ ব্যাখ্যা অংশ।)

احب الشراب : সর্বাধিক প্রিয় পানীয়। মুল্লা আলী কারী বলেন যে, এখানে 'আহাব্বু' এর অর্থ 'সর্বাপেক্ষা সুস্বাদু' হইবে। তারপর কোন কোন হাদীসে যেহেতু দুধকে এবং কোন কোন হাদীসে মধুকে 'আহাব্বু' (সর্বাধিক প্রিয়) পানীয় বলা হইয়াছে কাজেই 'আহাব্বু' শব্দটির তাৎপর্য 'মিন্ আহাব্বি' গ্রহণ করাই সঙ্গত হইবে। অর্থাৎ তাঁহার প্রিয়তম পানীয়গুলির মধ্যে ছিল দুধ, মধু ও মিষ্ট শীতল পানীয়।

বলা বাহুল্য 'আহাব্বু' এর অর্থ 'সর্বশ্রেষ্ঠ' নয়। সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম ইত্যাদির আরবী হইতেছে 'আফ্যালু' এবং 'যাম্যাম' কূপের পানীই হইতেছে আফ্যাল (সর্বোত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ) পানীয়।

الحلو البارد : মিষ্ট শীতল। মাদীনাহ এলাকায় অধিকাংশ কুয়া-ইন্দারার পানি লবণাক্ত ছিল এবং খুব কম কুয়া-ইন্দারার পানি সুপেয় ছিল। কাজেই এই 'মিষ্ট শীতল পানীয়' এর তাৎপর্য কুয়া-ইন্দারার 'সুপেয় শীতল পানি' গ্রহণ করাই অধিকতর সঙ্গত হইবে। তাই বলিয়া গুড় বা মধু ইত্যাদির শরবতকে অথবা খুরমা, মুনাক্কা, কিশমিশ ইত্যাদির নাবীযকে ইহার আওতা হইতে বাহির করিয়া দেওয়া চলিবে না।

www.ahlehadeethbd.org

(٢٠٦—٢) حدثنا احمد بن منيع ثنا اسمعيل بن ابراهيم انبانا علي بن زيد عن عمر هو ابن ابي حرملة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وخالد بن الوليد على ميمونة فجاءتنا باناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا على يمينه وخالد على شماله فقال لي : الشربة لك فان شئت اثرت بها خالدا فقلت ماكنت

(২০৬—২) আমাদিগকে হাদীস শোনান আহ্‌মাদ ইব্‌নু মানী,' তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান ইস্‌মা'ঈল ইব্‌নু ইব্‌রাহীম. তিনি বলেন আমাদিগকে লিখিত হাদীস দিয়া উহা রিওয়ায়াত করিবার অনুমতি দেন 'আলীই ইব্‌নু যাইদ, তিনি রিওয়ায়াত করেন 'উমা'র হইতে—ঐ 'উমার হইতেছেন আবূ হার্‌মালাহ এর পুত্র—তিনি রিওয়ায়াত করেন ইব্‌নু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হইতে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে আমি ও খালিদ ইব্‌নুল্ ওয়ালীদ মাইমূনাহ

এই হাদীসটি এখানে 'উরওয়া মারফতে ইমাম যুহরী আয়িশার উক্তি বর্ণনা করেন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু অপর রিওয়ায়াতগুলিতে ইহাকে তাবি'ঈ ইমাম যুহরীর উক্তি বলা হইয়াছে। ইমাম তিরমিযী এই কৈফিয়ৎ হাদীস দুইটি বর্ণনা করিবার পরে দিয়াছেন।

(২০৬—২) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও (তুহফাহ : ৪।২৪৭ পৃষ্ঠা) সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইহা সুনান আবূদাউদ : ২।১৬৮ পৃষ্ঠায় এবং ইব্‌নু মাজাহ : ২৪৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে।

دخلت مع رسول الله... : ইব্‌নু 'আব্বাস বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে আমি ও খালিদ ইব্‌নুল্ ওয়ালীদ মাইমূনার নিকট গিয়াছিলাম। এ সম্পর্কে তাঁহাদের বিবরণ ইমাম তিরমিযী হাদীস বর্ণনার পরে টীকা হিসাবে দিয়াছেন। তাহা এই যে, মাইমূনাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পত্নী এবং ইব্‌নু আব্বাস ও খালিদ ইব্‌নুল্ ওয়ালীদ উভয়েরই খালা।

الشربة لك : এখন পান করার অধিকার তোমার। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এই নিয়ম প্রবর্তন করেন যে, কাহারও কোন পানীয় পান করিবার পরে যদি পানীয় উদ্‌বৃত্ত থাকে তবে উহা তাহার ডাইনে উপবিষ্ট লোক পাইবে। ইহার একাধিক নযীর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম নিজেই রাখিয়া গিয়াছেন। কয়েকটি নযীর পরে উল্লেখ করিতেছি। যাহা হউক, ইব্‌নু আব্বাস রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ডাইনে ছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহাকে বলেন, "এখন পান করিবার অধিকার তোমার।"

فان شئت اثرت بها خالدا : কিন্তু তুমি যদি চাও তবে এই পান করা ব্যাপারে তুমি খালিদকে প্রাধান্য দিতে পার।

www.ahlehadeethbd.org

لا أوثر على سؤرك أحدا ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله

রাযিয়াল্লাহু আন্হার নিকট গেলাম। অনন্তর তিনি আমাদের নিকট এক বাটি দুধ আনিলে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম (উহা হইতে কিছু) পান করিলেন। ঐ সময় আমি ছিলাম তাঁহার ডা'নে এবং খালিদ ছিলেন তাঁহার বামে। অনন্তর তিনি আমাকে বলিলেন, "এখন পান করার হক্ক তোমার। তবে তুমি যদি ইচ্ছা কর তাহা হইলে এই পান ব্যাপারে খালিদকে নিজের উপরে প্রাধান্য দিতে পার। (অর্থাৎ তুমি প্রথমে পান না করিয়া খালিদকে প্রথমে পান করিতে দিতে পার।) ইব্নু 'আব্বাস বলেন, তখন আমি বলিলাম, "আপনার উচ্ছিষ্ট ব্যাপারে আমি কাহাকেও আমার উপর প্রাধান্য দিবার পাত্র নহি।" তারপর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, আল্লাহ যদি কাহাকেও কোন খাদ্য খাওয়ায় তাহা হইলে তাহার বলা উচিত, "আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীহি ও আত্ইম্না খাইরাম্ মিন্হু।" (হে আল্লাহ, তুমি ইহাতে আমাদের জন্য বারাকাত দাও এবং আমাদিগকে ইহা হইতে

মাইমূনাহ রাযিয়াল্লাহু আন্হার সহিত রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিবাহ হয় হিজরী সপ্তম সনে। উহার পরের বৎসর হিজরী অষ্টম সনেই খালিদ ইব্নুল্ ওয়ালীদ মূ'তাহ যুদ্ধে নিপুণ যুদ্ধকৌশল ও অপরিসীম বীরত্ব দেখাইয়া সাহাবীদের শ্রদ্ধাভাজন হন। আর ইব্নু আব্বাস ও খালিদ ইব্নুল্ ওয়ালীদ সমভিব্যাহারে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মাইমূনাহ রাযিয়াল্লাহু আন্হার নিকট আগমন নিশ্চিতভাবে হিজরী সপ্তম সনে অথবা তাহার পরে ঘটিয়া থাকিবে। আর হিজরী সপ্তম সনে ইব্নু আব্বাসের বয়স দশ বৎসরও পূর্ণ হয়। ঐ সময় ইব্নু আব্বাস ছিলেন অল্প বয়স্ক বালক মাত্র আর খালিদ ছিলেন এক মহাবীর যুবক। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ইব্নু আব্বাসকে বলেন যে, সে নিজে প্রথমে পান না করিয়া খালিদকে পান করিতে দিতে পারে।

ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا : আপনার উচ্ছিষ্ট ব্যাপারে আমি কাহাকেও আমার নিজের উপর প্রাধান্য দিবার পাত্র নই।

বয়সে বড় খালাতো ভাইকে সম্ভ্রম ও মর্যাদা দেখাইতে হইলে ইব্নু আব্বাসের পক্ষে বাঞ্ছনীয় ছিল প্রথমে নিজে পান না করিয়া খালিদকে পান করিতে দেওয়া। কিন্তু ইব্নু আব্বাস তাহা করিলেন না। তিনি অন্য যুক্তি দেখাইয়া নিজের অধিকারে অটল রহিলেন। তাঁহার যুক্তি এই যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উচ্ছিষ্ট পান করিবার যে বারাকাত ও সৌভাগ্য লাভ করেন তাহা হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিবার জন্য প্রস্তুত নন।

ইব্নু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই আচরণ সম্পর্কে দুইটি আপত্তি উঠে। প্রথমতঃ তাঁহার খালাতো ভাই তাঁহার চেয়ে বয়সে অনেক বড় ছিলেন। আর বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের স্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান-মর্যাদা স্বীকার করে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়"।—সুনান আবূ দাউদ: ২ | ৩১৮; তিরমিযী (তুহফাহ: ৩ | ১২২) ইত্যাদি। এমত অবস্থায় খালিদকে সম্মান দেখাইবার জন্য তাঁহাকে প্রথমে পান করিতে দেওয়া ইব্নু আব্বাসের উচিত ছিল।

www.ahlehadeethbd.org

لهذا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه - ثم قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن ٠

অধিকতর কল্যাণকর খাদ্য খাওয়াও।) আর আল্লাহ যদি তাহাকে দুধ পান করায় তাহা হইলে তাহার বলা উচিত, "আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীহি ওয়া যিদনা মিনহু"। (হে আল্লাহ তুমি ইহাতে আমাদের জন্য বারাকাত দাও এবং ইহা হইতে আমাদিগকে বেশী দাও।) তারপর রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, "খাদ্য ও পানীয় উভয়ের স্থল দুধ ছাড়া অপর কোন খাদ্যই যথেষ্ট হয় না।" অর্থাৎ কেবলমাত্র দুধই যুগপৎ খাদ্য ও পানীয় উভয়ের কাজ করে।

দ্বিতীয়তঃ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম খালিদকে প্রথমে পান করিতে দিবার জন্য ইবনু আব্বাসকে সুপারিশ করা সত্ত্বেও ইবনু আব্বাসের পক্ষে ঐ সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করায় প্রকারান্তরে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অবমাননা করা হয়।

উহার জওয়াব এইভাবে দেওয়া হয় যে, উহা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সুপারিশ ছিল—উহা তাঁহার আদেশ ছিল না। উহা যদি তাঁহার আদেশ হইত তবেই তো তাঁহার আদেশ অমান্য করার প্রশ্ন উঠিত। সুপারিশের মধ্যে 'ইন্ শি'তা' (তুমি যদি ইচ্ছা কর) কথাটি যুক্ত ছিল। কাজেই ঐ সুপারিশ মতো কাজ করা বা না-করা তাঁহার সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন করা হইয়াছিল। এই আচরণে ইবনু আব্বাসের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নির্দেশ অমান্য করার কোন প্রশ্নই উঠে না। ইহার অনুরূপ একাধিক ঘটনা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সহিত ঘটিয়াছে। যথা,

বারীরাহ নাম্নী একজন ক্রীতদাসী মুগীস নামক এক জন ক্রীতদাসের স্ত্রী ছিল। অনন্তর বারীরাহ আযাদী লাভ করে। ফলে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রবর্তিত ও প্রচারিত বিধান অনুসারে বারীরাহ এই অধিকার পায় যে, সে ইচ্ছা করিলে মুগীসের স্ত্রী থাকিতেও পারে এবং ইচ্ছা করিলে বিবাহ ছিন্ন করিতেও পারে। বারীরাহ বিবাহ ছিন্ন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাহাতে স্বামী মুগীসের যে অবস্থা ঘটে তাহা এবং শেষ পর্যন্ত বারীরাহ কি বলে তাহা সাহীহ বুখারী হাদীসগ্রন্থে ৭৯৫ পৃষ্ঠায় এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, বারীরাহ এর স্বামী ছিল এক জন ক্রীতদাস তাহার নাম ছিল মুগীস। সে যে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার স্ত্রীর পিছনে পিছনে ঘুরিতেছিল এবং তাহার দাড়ি বহিয়া চোখের পানি ঝরিতেছিল তাহা আমার চোখের সামনে ভাসিতেছে। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বারীরাহকে বলিলেন, "তুমি যদি তাহাকে স্বামী হিসাবে ফিরাইয়া লইতে!" বারীরাহ বলিল, "আল্লাহের রাসূল আপনি কি আদেশ করিতেছেন?" তিনি বলিলেন, "আমি তো কেবলমাত্র সুপারিশ করিতেছি"। বারীরাহ বলিল, "তবে মুগীসে আমার কোন প্রয়োজন নাই।"

অনুরূপ আর একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বলিতেছি। তাহা এই যে, কোন এক জিহাদে যোগদান করিবার জন্য কোন পিতা ও তাহার পুত্রের মধ্যে লটারি করা হইলে লটারিতে পুত্রের নাম উঠে। তখন পিতাটি পুত্রটিকে বলেন, "তোমার

www.ahlehadeethbd.org

বদলে আমাকে যাইতে দাও"। তখন পুত্রটি বলে, "প্রিয় পিতঃ, জান্নাত ব্যাপারে কেহই কাহাকেও প্রাধান্য দেয় না"। অনন্তর পিতার সহিত সদ্ব্যবহার করার বিধান দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ঐ পুত্রকে লটারির সুবিধা দান করেন।

এই ঘটনাগুলি হইতে প্রমাণিত হয় যে, সুন্নাহ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোন বিধানের বরখেলাফ কোন সুপারিশ করা হইলে তাহা পালন না করিবার পূর্ণ অধিকার মুসলিমের রহিয়াছে। ইহাতে রাসূলের বা কোন বুযুরগের অবমাননা মোটেই হয় না। শারী'আত আপনাকে যে অধিকার দিয়াছে তাহা যদি আপনি পূর্ণরূপে আদায় করেন তাহাতে আপনার কোন অপরাধ হয় না।

ইহা হইতে এই মাসআলা বাহির হয় যে, কেহ যদি কোন আলিম বা বুযুরগের মাজলিসে প্রথমে আসিয়া সম্মুখের আসন গ্রহণ করে তবে পরে তাহার চেয়ে আফযাল ও উত্তম লোক আসিলে সে তাহার জন্য নিজ স্থান ছাড়িয়া অন্যত্র সরিয়া যাইবে না। আর পরে যিনি আসিবেন তাঁহার উচিত হইবে মাজলিস যে পর্যন্ত আসিয়াছে সেইখানেই বসিয়া পড়া।

ليس شيء يجزئ......غير اللبن : দুধ ছাড়া কোন খাদ্যই আহার ও পান উভয়ের জন্য যথেষ্ট হয় না। অর্থাৎ কেবলমাত্র খাবার খাইয়া এবং পানীয় পান না করিয়া অথবা দুধ ছাড়া অপর কোন পানীয় পান করিয়া এবং খাবার না খাইয়া কেহই বেশী দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু কেবলমাত্র দুধ পান করিয়া মানুষ বহু কাল জীবিত থাকিতে পারে। এই কারণে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দুধ ছাড়া অপর বস্তু পানাহারের পর ঐ খাদ্য অপেক্ষা 'খাইর' বা উত্তম খাদ্যের জন্য দু'আ করিবার নির্দেশ দেন। পক্ষান্তরে দুধ পান করার পরে উহা বেশী পরিমাণে পাইবার জন্য দু'আ করিতে বলেন। এই দু'আগুলি ইতিপূর্বে অষ্টবিংশ অধ্যায়ের শেষে উধৃত করা হইয়াছে।

দুধ ছাড়া অন্য বস্তু পানাহারের পরের দু'আ—

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَاَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ

দুধ পান করার পরের দু'আ—

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ

কোন পানীয় কেহ পান করিবার পরে যদি কিছু পানীয় বাঁচিয়া যায় তাহা হইলে উহা ডা'ন দিকের লোকেরা ক্রমাগত পাইতে থাকিবে। এই সম্বন্ধে হাদীসগুলি নিম্নে দেওয়া হইল।

(এক) আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম একদা আমাদের বাড়ীতে আমাদের নিকটে আসিলেন। অনন্তর তিনি পান করিতে চাহিলেন। ফলে আমরা আমাদের একটি ছাগী দোহন করিলাম। তারপর (আনাস তাহাদের কুয়ার দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন) আমি আমাদের এই কূয়ার পানি মিশ্রিত করিয়া আমি তাঁহাকে উহা দিলাম। ঐ সময় আবুবাক্‌র ছিলেন তাঁহার বামে, 'উমার ছিলেন তাঁহার সামনে ও একজন বেদুঈন ছিলেন তাঁহার ডানে। অনন্তর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন পান শেষ করিলেন তখন 'উমার আশংকা করিলেন যে, তিনি ঐ পানপাত্র ঐ বেদুঈনকে দিতে পারেন। তাই তিনি বলিলেন, "হে আল্লাহের রাসূল,

www.ahlehadeethbd.org

قال ابو عيسى هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضى الله عنها—وروا عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلي الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكروا فيه عن عروة عن عائشة - وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي صلي الله عليه وسلم مرسلا - قال ابو عيسى وانما

আবূ ঈসা (ইমাম তিরমিযী প্রথম হাদীসটি সম্পর্কে) বলেন, সুফ্‌য়ান ইব্‌নু 'উয়াইনাহ এই ভাবে মা'মার হইতে, যুহ্‌রী হইতে, 'উর্‌ওাহ হইতে, 'আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা হইতে (মারফূ' ভাবে) রিওায়াত করেন। কিন্তু ইহা আবদুল্লাহ ইব্‌নুল্‌ মুবারাক, 'আবদুর্‌ রায্‌যাক ও একাধিক রাবী মা'মার হইতে, যুহ্‌রী হইতে, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হইতে মুর্‌সালরূপে রিওায়াত করেন এবং উহাতে 'উরওাহ হইতে, 'আয়িশাহ হইতে কথাগুলি উল্লেখ করেন নাই। এবং এই দ্বিতীয় ভাবেই য়ুনুস ও একাধিক রাবী যুহাইর হইতে, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হইতে মুরসালরূপে রিওায়াত

এই যে, আবূবাক্‌র্‌ আপনার নিকটে রহিয়াছেন। তাঁহাকে পান করিতে দিন।" কিন্তু তিনি তাঁহার ডানে বসা বেদুঈনকে উহা দিয়া বলিলেন, "ডানে, তারপর ডানে।"—সাহীহ বুখারী : ৩।১৭, ৩৫০, ৮৩৯ ও ৮৪০ ; সাহীহ মুসলিম : ২।১৭৪ ; আবূদাউদ : ২।১৬৮, তিরমিযী (তুহফাহ : ৩।১১৪), ইব্‌নু মাজাহ ; ২৫৩।

(দুই) এই অধ্যায়ে ইব্‌নু 'আব্বাসের বর্ণিত হাদীসটির অনুরূপ একটি হাদীস সাহাবী সাহ্‌ল্‌ ইব্‌নু সা'দ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু হইতে নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

সাহ্‌ল্‌ ইব্‌নু সা'দ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট এক পিয়ালা পানীয় আনা হইলে তিনি উহা হইতে কিছু পান করেন। ঐ সময় তাঁহার বামে কয়েকজন বয়োবৃদ্ধ নেতা (আশ্‌য়াখ) ছিলেন এবং তাঁহার ডানে ছিল একজন বালক—ঐ বালকটি উপস্থিত লোকদের মধ্যে সবচেয়ে অল্পবয়স্ক ছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ঐ বালকটিকে বলেন, "এই বয়োজ্যেষ্ঠ নেতাদিগকে এই পানীয় দিবার জন্য তুমি কি আমাকে অনুমতি দিতেছ? যদি আমাকে অনুমতি দাও তাহা হইলে আমি এই বয়োজ্যেষ্ঠ নেতাদিগকে ইহা দিতে পারি।". বালকটি বলিল, আপনার উচ্ছিষ্ট ব্যাপারে আমি আমার নিজের উপর কাহাকেও প্রাধান্য দিবার পাত্র নহি। তখন তিনি তাহাকেই উহা দিলেন।—সাহীহ বুখারী : ৩।১৬, ৩।১৮, ৩৩১, ৩৫৪, ৩৫৫ ও ৮৪০ ; সাহীহ মুসলিম : ২।১৭৪-১৭৫, ইব্‌নু মাজাহ : ২৫৩।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

أسنده ابن عيينة من بين الناس ٠

قال ابو عيسي وميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس رضى الله عنهم وخالة يزيد بن الاصم - واختلف الناس فى رواية هذا الحديث عن على بن زيد بن جدعان فروى بعضهم عن على بن زيد عن عمر بن ابى حرملة، وروى شعبة عن على بن زيد فقال عن عمرو بن حرملة والصحيح عمر بن ابى حرملة ٠

করেন। আবূ 'ঈসা বলেন, সকল লোকের মধ্যে একমাত্র ইব্নু 'উয়াইনাহ ইহাকে মারফূ' ও পূর্ণ সূত্রে রিওয়ায়াত করেন।

তারপর দ্বিতীয় হাদীসটি সম্পর্কে আবূ 'ঈসা ইমাম তিরমিযী বলেন, আর মাইমুনাহ বিন্তুল্ হারিস নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সহধর্মিনী হইতেছেন খালিদ ইব্নুল্ ওয়ালীদেরও খালা, ইব্নু 'আব্বাসেরও খালা এবং 'য়াযীদ ইব্নুল্ আসাম্ম্' এরও খালা। এই হাদীসের সানাদ বর্ণনা ব্যাপারে 'আলীই ইব্নু যাইদ ইব্নু জুদ্'আন সম্পর্কে লোকের মতভেদ হইয়াছে। ফলে কেহ কেহ রিওয়ায়াত করেন, 'আলীই ইব্নু যাইদ হইতে, তিনি উমার ইব্নু আবূ হারমালাহ হইতে। কিন্তু শু'বাহ রিওয়ায়াত করেন 'আলীই ইব্নু যাইদ হইতে, এবং তারপর বলেন 'আম্‌র্ ইব্নু হারমালাহ হইতে। আর শুদ্ধ হইতেছে 'উমার ইব্নু আবূ হারমালাহ।

www.ahlehadeethbd.org

باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم

[দ্বাত্রিংশ অধ্যায়]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পান সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

(٢٠٧–١) حدثنا احمد بن منيع ثنا هشيم انبانا عاصم الاحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس ان النبي صلي الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم .

(٢٠٨–٢) حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم

(২০৭—১) আমাদিগকে হাদীস শোনান আহ্‌মাদ ইব্‌নু মানী', তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান হুশাইম, তিনি বলেন আমাদিগকে লিখিত হাদীস দিয়া উহা বর্ণনা করিবার অনুমতি দেন 'আসিম আল্‌-আহ্‌ওাল ও মুগীরাহ্, তাঁহারা রিওায়াত করেন আশ্‌-শা'বী হইতে, তিনি ইব্‌নু 'আব্বাস হইতে রিওায়াত করেন যে, নিশ্চয় নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দাঁড়ানো অবস্থায় যায্‌যাম্ হইতে পানি পান করেন।

(২০৮—২) আমাদিগকে হাদীস শোনান কুতাইবাহ ইব্‌নু সা'ঈদ, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মদ ইব্‌নু জা'ফার, তিনি রিওায়াত করেন হুসাইন আল্‌-মু'আল্লিম হইতে, তিনি

* এই অধ্যায়ে সংকলনকারী মোট দশটি হাদীস সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তন্মধ্যে ১, ২, ৩, ৪, ৭, ৯ ও ১০ এই সাতটি হাদীসে দাঁড়াইয়া পান করার কথা ৫, ৬ ও ৮ এই তিনটি হাদীসে এক নিঃশ্বাসে পান না করার কথা এবং ৭ ও ৯ হাদীসে দাঁড়াইয়া মশকের মুখে মুখ লাগাইয়া পান করার কথা বলা হইয়াছে। এই মাস্‌আলাহ তিনটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা অধ্যায়ের শেষে করা হইবে।

(২০৭—১) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও (তুহ্‌ফাহ : ৩।১১১) সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইহা সাহীহ বুখারী : ৮৪০ ; সাহীহ মুসলিম : ২।১৭৩, ১৭৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে।

এই হাদীসে বলা হইয়াছে যে, নাবী সল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লাম যাম্‌যাম্ কূপের পানি দাঁড়াইয়া পান করেন।

(২০৮—২) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও (তুহ্‌ফাহ : ৩।১১২) সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

www.ahlehadeethbd.org

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا •

(٢٠٩—٣) حدثنا علي بن حجر ثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم •

(٢١٠—٤) حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن طريف الكوفي

'আম্‌র ইব্‌নু শু'আইব হইতে, তিনি তাঁহার পিতা (শু'আইব) হইতে, তিনি তাঁহার পিতামহ (আবদুল্লাহ ইব্‌নু 'আমর্) হইতে, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে দাঁড়াইয়া এবং বসিয়া উভয় অবস্থাতেই পান করিতে দেখিয়াছি।

(২০৯—৩) আমাদিগকে হাদীস শোনান 'আলীই ইব্‌নু হুজ্‌র, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান ইব্‌নুল মুবারাক, তিনি রিওয়ায়াত করেন 'আসিম আল্-আহ্‌ওয়াল হইতে, তিনি আশ্‌শা'বী হইতে, তিনি ইব্‌নু 'আব্বাস হইতে, তিনি বলেন আমি নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে যাম্‌যাম হইতে পানি পান করাই। অনন্তর তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় ঐ পানি পান করেন।

(২১০—৪) আমাদিগকে হাদীস শোনান আবূ কুরাইব মুহাম্মাদ ইব্‌নুল 'আলা' এবং মুহাম্মদ ইব্‌নু তরীফ আলকূফী, তাঁহারা বলেন আমাদিগকে লিখিত হাদীস দিয়া উহা বর্ণনা করিবার অনুমতি দেন

এই হাদীসে বলা হইয়াছে যে, তিনি বসিয়া তো পান করিতেনই, দাঁড়াইয়াও পান করিতেন।

(২০৯—৩) এই হাদীসটি সাহীহ বুখারী : ২২১ ; সাহীহ মুসলিম : ২।১৭৩, ১৭৪ ও ইব্‌নু মাজাহ ২৫৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে।

এই হাদীস প্রথম হাদীসটিরই একটু বিস্তারিত বিবরণ মাত্র।

(২১০—৪) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও (তুহফাহ : ১।৫৩ পৃষ্ঠা) সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইহা সাহীহ বুখারী : ৮৪০ এবং আবূ দাউদ : ২।১৬৭ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

قال أنبأنا ابن الفضيل عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال أتي علي بكوز من ماء وهو في الرحبة فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب منه وهو قائم ثم قال هذا وضوء من لم يحدث . هكذا رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم فعل ٠

ইবনুল ফুযাইল, তিনি রিওয়ায়াত করেন আল্আ'মাশ হইতে, তিনি আবদুল মালিক ইবনু মাইসারাহ হইতে, তিনি আন্নায্যাল ইবনু সাব্রাহ হইতে, তিনি বলেন 'আলী কার্রামাল্লাহু ওাজ্হাহু (কুফাস্থ) 'আর্রাহাবাহ' স্থানে থাকা অবস্থায় তাঁহার নিকট এক ঘটি পানি আনা হইল। অনন্তর তিনি উহা হইতে এক চুল্লু পানি লইয়া তাঁহার দুই হাত ধুইলেন। তারপর কুল্লি করিলেন, নাকে পানি টানিলেন এবং তাঁহার মুখমণ্ডল, কনুই পর্যন্ত দুই হাত ও মাথায় ভিজা হাত ফিরাইলেন। তারপর দাঁড়ানো অবস্থায় উহা হইতে কিছু পান করিলেন। তারপর তিনি বলিলেন, যাহার উয্ নষ্ট হয় নাই তাহার উয্ হইতেছে এই। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে আমি এইভাবে করিতে দেখিয়াছি।

رحبة — الرحبة শব্দটির 'হা' অক্ষরটি মূলতঃ সাকীন এবং ইহার উচ্চারণ 'রাহ্বাহ'। ইহার অর্থ প্রশস্ত খোলা স্থান। অতঃপর কূফার মাস্জিদের সম্মুখস্থ মাসজিদের প্রশস্ত উঠানটি আর্রাহ্বাহ নামে পরিচিত হয়। [যেমন 'মাদীনাহ' শব্দের অর্থ শহর এবং আলমাদীনাহ বলিয়া নির্দিষ্ট শহরটিকে বুঝানো হয়।] তারপর শব্দটি নির্দিষ্ট স্থানের নাম বা 'আলাম হওয়ায় উহার 'হা' অক্ষরে যাবার দিয়া 'রাহাবাহ' উচ্চারিত হইতে থাকে।

هذا وضوء من لم يحدث هكذا ، رأيت...... : যাহার উয্ নষ্ট হয় নাই তাহার উয্ হইতেছে এই। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে আমি এই ভাবে করিতে দেখিয়াছি।

উয্ করার পরে উদ্বৃত্ত পানি হইতে কিছু পরিমাণ পানি দাঁড়ানো অবস্থায় পান করিতে তিনি দেখিয়াছিলেন কি না তাহা স্পষ্ট ভাষায় এই হাদীসে বলা হয় নাই। এই হাদীসে স্পষ্টভাবে এই কথা বলা হইয়াছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে ঐভাবে উয্ করিতে দেখেন। 'এই ভাবে করিতে' এর মধ্যে দাঁড়াইয়া পান করাকেও শামিল করা যাইতে পারে। যাহা হউক, সাহীহ বুখারী হাদীসগ্রন্থে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে—'তারপর তিনি অর্থাৎ আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়াইলেন এবং দাঁড়ানো অবস্থায় উয্ করার পরের অবশিষ্ট পানি পান করিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, ইহা নিশ্চিত যে, কোন কোন লোক দাঁড়ানো অবস্থায় পান করাকে অপসন্দ করেন ও মাক্রূহ জানেন; আর ইহা নিশ্চিত যে, আমি যাহা করিলাম তাহার অনুরূপ নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম করিয়াছেন।—সাহীহ বুখারী : ৮৪০ দাঁড়ানো অবস্থায় পান করা অধ্যায়।

www.ahlehadeethbd.org

(٢١١–٥) حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن حماد قالا حدثنا عبد
الوارث بن سعيد عن ابي عاصم عن انس بن مالك ان النبي صلى الله
عليه وسلم كان يتنفس في الاناء ثلاثا اذا شرب ويقول هو امرء واروى ·
(٢١٢–٦) حدثنا على بن خشرم ثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن

(২১১—৫) আমাদিগকে হাদীস শোনান কুতাইবাহ ইবনু সা'ঈদ এবং য়ূসুফ ইবনু হাম্মাদ, তাঁহারা বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আবদুল ওয়ারিস ইবনু সা'ঈদ, তিনি রিওয়ায়াত করেন আবূ 'আসিম হইতে, তিনি আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু হইতে রিওয়ায়াত করেন যে, নিশ্চয় নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন পান করিতেন তখন পাত্রে তিন বার নিঃশ্বাস লইতেন এবং বলিতেন, "ইহা অধিকতর স্বাস্থ্যকর ও অধিকতর তৃপ্তিদায়ক।"

(২১২—৬) আমাদিগকে হাদীস শোনান 'আলীই ইবনু খাশ্রাম, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান 'ঈসা ইবনু য়ূনুস, তিনি রিওয়ায়াত করেন রিশ্দীন ইবনু কুরাইব হইতে, তিনি তাঁহার

(২১১—৫) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও (তুহফাহ : ৩।১১২) সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইহা সাহীহ মুসলিম : ২।১৭৪ পৃষ্ঠায় এবং ইবনু মাজাহ : ২৫২ পৃষ্ঠায়ও বর্ণিত হইয়াছে।

এই হাদীসে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তিন নিঃশ্বাসে পান করিতেন।

(২১২—৬) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও (তুহফাহ : ৩।১১৩) সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইহা সুনান ইবনু মাজাহ : ২৫১ পৃষ্ঠায়ও বর্ণিত হইয়াছে।

এই হাদীসে বলা হইয়াছে যে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন পান করিতেন তখন দুইবার নিঃশ্বাস ফেলিতেন।

সুনান ইবনু মাজাহ হাদীসগ্রন্থে হাদীসটি এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে, "রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম (একদা) পান করিলেন এবং উহার মাঝে দুই বার নিঃশ্বাস ফেলিলেন।" ইমাম তিরমিযী এই হাদীসটিকে 'হাসান গারীব' বলিলেও ইমাম ইবনু হাজার 'আসকালানী ইহাকে 'যা'ঈফ' বলিয়াছেন।

পূর্বের হাদীসটিতে তিন বার এবং এই হাদীসে দুই বার নিঃশ্বাস ফেলার উল্লেখ আছে। বাহ্যতঃ পরস্পরবিরোধী বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে হাদীস দুইটির মধ্যে কোন বিরোধ নাই। কারণ মাঝে দুই বার নিঃশ্বাস ফেলিলে কার্যতঃ তিন নিঃশ্বাসে পান করা হয়। বুখারীর ভাষ্যকার ইবনু হাজারই এই সমন্বয় দিয়াছেন।

www.ahlehadeethbd.org

كريب عن ابيه عن ابن عباس ان النبي صلي الله عليه وسلم كان اذا شرب تنفس مرتين •

(٢١٣—٧) حدثنا ابن ابي عمر ثنا سفين عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن ابي عمرة عن جدته كبشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من فى قربة معلقة قائما فقمت الى فيها فقطعته •

(٢١٤—٨) حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا معمر بن

পিতা হইতে, তিনি ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হইতে রিওয়ায়াত করেন যে, নিশ্চয় নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন পান করিতেন তখন দুইবার নিঃশ্বাস ফেলিতেন।

(২১৩—৭) আমাদিগকে হাদীস শোনান ইবনু আবূ'উমার, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান সুফয়ান, তিনি রিওয়ায়াত করেন য়াযীদ ইবনু য়াযীদ ইবনু জাবির হইতে, তিনি আবদুর রাহমান ইবনু আবূ 'আম্‌রাহ হইতে, তিনি তাঁহার দাদী কাবশাহ হইতে, তিনি বলেন একদা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমার বাড়ী আসেন। অনন্তর তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় উপরে লটকানো মশকের মুখ হইতে পান করেন। অনন্তর আমি দাঁড়াইয়া ঐ মশকের মুখের নিকট যাই এবং উহার মুখটি কাটিয়া রাখি।

(২১৪—৮) আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মাদ বাশ্‌শার, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আবদুর রাহমান ইবনু মাহ্‌দীই, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান 'আম্‌রাহ ইবনু সাবিত

(২১৩—৭) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও (তুহফাহ : ৩।১১৪) সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইহা সুনান ইবনু মাজাহ : ২৫৩ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

فقطعته : (ফাকাতা'তুহু) অনন্তর আমি উহা অর্থাৎ মশকের মুখটি কাটিয়া রাখি। মশকের মুখটি কাটিয়া রাখিবার পশ্চাতে দুইটি উদ্দেশ্য ছিল। (এক) উহা দ্বারা বারাকাত লাভ করা এবং রোগ ব্যাধিতে উহা ধুইয়া পানি পান করা ইত্যাদি। (দুই) ঐ মুখটিতে যে কেহ মুখ লাগাইয়া পানি পান করিয়া উহার অমর্যাদা করিতে পারিত। তাহা হইতে উহাকে রক্ষা করা।

(২১৪—৮) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও (তুহফাহ : ৩।১১২-১১৩) সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইহা সাহীহ বুখারী : ৮৪১, সাহীহ মুসলিম : ২।১৭৪ ও সুনান ইবনু মাজাহ : ২৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে।

Contents
www.ahlehadeethbd.org

ثابت الانصارى عن ثمامة بن عبد الله قال انس بن مالك يتنفس فى الاناء

ثلاثا وزعم ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يتنفس فى الاناء ثلاثا ٠

(٢١٥—٩) حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن اخبرنا ابو عاصم عن ابن جريج

عن عبد الكريم عن البراء بن زيد ابن ابنة انس بن مالك عن انس بن

مالك ان النبى صلى الله عليه وسلم دخل على ام سليم وقربة معلقة فشرب

من فم القربة وهو قائم فقامت ام سليم الى راس القربة فقطعتها ٠

আল আনসারী, তিনি রিওয়ায়াত করেন সুমামাহ ইব্নু আবদুল্লাহ হইতে, তিনি বলেন আনাস ইব্নু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু পাত্রে তিনবার নিঃশ্বাস লইতেন এবং বলিতেন নিশ্চয় নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তিনবার নিঃশ্বাস লইতেন।

(২১৫—৯) আমাদিগকে হাদীস শোনান আবদুল্লাহ ইব্নু আবদুর রাহমান, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান আবূ 'আসিম, তিনি রিওয়ায়াত করেন ইব্নু জুরাইজ হইতে, তিনি আবদুল কারীম হইতে, তিনি আল্‌বারা' ইব্নু যাইদ হইতে—আল-বারা' হইতেছেন আনাস ইব্নু মালিকের কন্যার পুত্র (দৌহিত্র) তিনি (তাঁহার মাতামহ); আনাস ইব্নু মালিক হইতে রিওয়ায়াত করেন যে, নিশ্চয় নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম একদা (আনাসের মাতা) উম্মু সুলাইমের বাড়ী যান। সেখানে একটি মশক উপরে লটকানো ছিল। অনন্তর তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় মশকটির মুখ হইতে পান করেন। অনন্তর উম্মু সুলাইম উঠিয়া দাঁড়াইয়া মশকটির মুখের নিকট পৌঁছেন এবং উহা কাটিয়া লন।

এই হাদীসে তিন নিঃশ্বাসে পান করার কথা বলা হইয়াছে।

(২১৫—৯) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও (তুহফাহ ঃ ৩।১১৪) সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। সপ্তম হাদীসে বর্ণিত ঘটনার অনুরূপ আর একটি ঘটনার বিবরণ এই হাদীসে দেওয়া হইয়াছে।

فقطعتها : (ফাকাতা'আত্‌হা) অনন্তর তিনি অর্থাৎ আনাসের মা উম্মু সুলাইম উহা অর্থাৎ মশকটির মাথা কাটিয়া রাখেন। এখানে রা'স বা মাথা পুংলিঙ্গ তবে উহার পরিবর্তে স্ত্রীলিঙ্গবাচক 'হা' সর্বনাম আনা হইল কি করিয়া? জওয়াবে বলা হয় যে, মুযাফ ইলাইহি 'আল্ কিরবাহ' স্ত্রীলিঙ্গ এবং সেই সুবাদে স্ত্রীলিঙ্গবাচক সর্বনাম আনা হইয়াছে। অথবা কিত্'আতুন্ (قطعة) অর্থাৎ 'খণ্ড' ধরিয়া কিত্'আতুন স্ত্রীলিঙ্গ হওয়ায় স্ত্রীলিঙ্গবাচক সর্বনাম আনা হইয়াছে। বলা বাহুল্য এক প্রতিলিপিতে পুংলিঙ্গবাচক 'হু' সর্বনাম অর্থাৎ 'ফাকাতা'আত্‌হু' রহিয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

একটি প্রতিলিপিতে মশকটির মাথা কাটিয়া রাখিবার উদ্দেশ্য স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে। তাহা এই,

لئلا يشرب منها أحد بعده ومن التبرك والاستشفاء به

"যাহাতে তাঁহার পান করার পরে অপর কেহ উহা হইতে পান করিতে না পারে এবং বারাকাত লাভ ও উহার দ্বারা আরোগ্য লাভের উদ্দেশ্যে।"

দাঁড়ানো অবস্থায় পান করা—এই অধ্যায়ের হাদীসগুলিতে দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তিন অবস্থায় দাঁড়াইয়া পান করিয়াছেন। (এক) যামযাম কূপের ধারে যামযামের পানি। (দুই) উযূ করার পরে যে পানি অবশিষ্ট থাকে তাহা। (তিন) উর্ধে লটকানো মশকের মুখে মুখ লাগাইয়া।

পক্ষান্তরে দাঁড়ানো অবস্থায় পান না করার নির্দেশ চারিটি হাদীসে পাওয়া যায়। হাদীসগুলি এই,

(ক) আবূ সা'ঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দাঁড়ানো অবস্থায় পান করিতে নিষেধ করেন।—সাহীহ মুসলিম : ২।১৭৩

(খ) জারূদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দাঁড়ানো অবস্থায় পান করিতে নিষেধ করেন।—জামি' তিরমিযী (তুহফাহ : ৩।১১১)

(গ) আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দাঁড়ানো অবস্থায় পান করিতে কঠোরভাবে নিষেধ করেন।—সাহীহ মুসলিম : ২।১৭৩ ও আবূদাউদ : ২।১৬৭।

(ঘ) আবূ হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, "তোমাদের কেহই যেন কিছুতেই দাঁড়ানো অবস্থায় পান না করে। কেহ যদি (এই নির্দেশ) ভুলিয়া যায় (এবং দাঁড়ানো অবস্থায় পান করিয়া ফেলে) তবে সে যেন উহা বমি করিয়া ফেলে।"—মুসলিম : ২।১৭৩।

উল্লিখিত চারিটি হাদীসে দাঁড়ানো অবস্থায় পান করার ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে এই অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীস সাতটির আলোচনা করিতে হইলে এই হাদীস সাতটিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করিতে হইবে। (এক) ঐ হাদীসটি যাহাতে দাঁড়ানো এবং বসা উভয় ভাবেই পান করার উল্লেখ আছে অর্থাৎ দ্বিতীয় হাদীসটি (দুই) ঐ হাদীসগুলি যাহাতে কেবলমাত্র দাঁড়াইয়া পান করার উল্লেখ রহিয়াছে অর্থাৎ ১,৩,৪ ও ১০ হাদীসগুলি। (তিন) ঐ হাদীসগুলি যাহাতে দাঁড়ানো অবস্থায় মশকের মুখে মুখ লাগাইয়া পান করার উল্লেখ রহিয়াছে অর্থাৎ ৭ ও ৯ হাদীস দুইটি।

প্রথমে প্রথম শ্রেণীর হাদীসটি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে। এই হাদীসটিতে দাঁড়ানো ও বসা উভয় অবস্থাতেই পান করার কথা সাধারণভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। কোন্ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দাঁড়াইয়া পান করেন তাহা ঐ হাদীসটিতে নির্দিষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। কাজেই উহার তাৎপর্য ও ব্যাখ্যার জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর হাদীসগুলির উপর নির্ভর করিতে হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর হাদীসগুলি বাদ দিলে প্রথম শ্রেণীর হাদীসটির কোন মূল্যই থাকে না। কাজেই দ্বিতীয় শ্রেণীর হাদীসগুলির দ্বারাই বিচার মীমাংসা করিতে হইবে।

তারপর আসে তৃতীয় শ্রেণীর হাদীস দুইটির কথা। এই হাদীস দুইটিতে দাঁড়াইয়া পানি পান করা ছাড়া ইহার সহিত আর একটি অতিরিক্ত ব্যাপার জড়িত রহিয়াছে। তাহা হইতেছে মশকের মুখে মুখ লাগাইয়া পানি পান করা। অথচ সাহীহ বুখারী, সাহীহ মুসলিম, সুনান আবূ দাউদ এমন কি খোদ জামি' তিরমিযী গ্রন্থেও এই মর্মে হাদীস পাওয়া যায় যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মশকের মুখে মুখ লাগাইয়া পানি পান করিতে নিষেধ করেন। [হাদীসগুলি পরে বর্ণিত হইতেছে।] এমত অবস্থায় তিনি স্বয়ং যখন মশকের মুখে মুখ লাগাইয়া পান করেন তখন অবশ্যই স্বীকার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিতে হইবে যে, বিশেষ কোন ওযর ও বিপত্তির কারণে তিনি ঐ ভাবে পানি পান করিয়া থাকিবেনা। যথা, মশক নামাইবার লোক না থাকায় অথবা তাঁহার উপযোগী পান পাত্রের অভাব ইত্যাদি কারণে তিনি সম্ভবতঃ দাঁড়ানো অবস্থায় মশকের মুখে মুখ লাগাইয়া পান করেন। ঘটনা দুইটির পশ্চাতে বিশেষ ওযরের সম্ভাবনা থাকায় ঐ ঘটনা দুইটি দাঁড়াইয়া পান করার বৈধতার প্রমাণে ব্যবহার করা চলে না।

কাজেই শেষ পর্যন্ত বিরোধ প্রতিষ্ঠিত হয় এক দিকে আমাদের উদ্ধৃত দাঁড়াইয়া পান-না-করা সম্বলিত হাদীস চারিটির ও অপর দিকে দাঁড়াইয়া পান করা সম্বলিত এই অধ্যায়ের ১, ৩, ৪ ও ১০ হাদীস চারিটি। এই পরস্পর বিরোধী দুই শ্রেণীর হাদীসগুলির মীমাংসা ব্যাপারে আলিমগণ বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এক দল আলিম 'নাসখ্' এর দাবী করিয়া বলেন যে, দাঁড়াইয়া পানি পান করা বিধানটি প্রত্যাহৃত হয় এবং দাঁড়াইয়া পান না-করা বিধানটিকে বলবৎ করা হয়। তাঁহাদের মতে দাঁড়াইয়া পান করা হারাম। কিন্তু কোন্ বিধানটি পূর্বে ছিল ও কোন্‌টি পরে হইয়াছিল তাহা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না বলিয়া আমরা এই ব্যাপারে 'নাসখ্' সমর্থন করিতে পারি না।

দ্বিতীয় মত এই যে, দাঁড়াইয়া পান করা 'মাকরূহ তান্‌যীহী' অর্থাৎ দাঁড়াইয়া পান-না-করা ভাল, কিন্তু বিনা কারণে দাঁড়াইয়া পান করিতে দোষ নাই। আমরা এই মতও সমর্থন করি না। সাহীহ মুসলিমের যে তিনটি হাদীসে দাঁড়াইয়া পান করা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে তাহার দুইটিতে নিষেধাজ্ঞার ভাষা অত্যন্ত দৃঢ়তাব্যঞ্জক। একটিতে বলা হইয়াছে 'যাজ্জার' (زجر) অর্থাৎ কঠোরভাবে বিষেধ করেন এবং অপরটিতে বলা হইয়াছে 'কেহই যেন কিছুতেই দাঁড়ানো অবস্থায় পান না করে"। এমত অবস্থায় ঐ নিষেধাজ্ঞাকে এত হাল্‌কাভাবে গ্রহণ করা মোটেই সঙ্গত হয় না। এত কঠোর নিষেধাজ্ঞাকে এমন মামুলী নিষেধাজ্ঞার পর্যায়ে নামানো দিনকে রাত্রি বলার মত।

তৃতীয় মত এই যে, যামযামের পানি ও উযূর উদ্বৃত্ত পানি ছাড়া অন্য কোন পানি বিনা ওযরে দাঁড়ানো অবস্থায় পান করা সুন্নাতের খিলাফ হইবে। আর যামযামের পানি ও উযূর উদ্বৃত্ত পানি দাঁড়ানো অবস্থায় পান করা সুন্নাহ।

বিশেষ লক্ষনীয় ব্যাপার এই যে, (ক) পানি ছাড়া অন্য কোন পানীয় দাঁড়াইয়া পান করার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। (খ) নদী, পুকুর প্রভৃতি জলাশয় হইতে পানি পান করিতে হইলে এবং কোন পানপাত্র না থাকিলে কব্জি পর্যন্ত দুই হাত পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া লইয়া দুই হাতে অঞ্জলি ভরিয়া পান করিতে হইবে। —সুনান ইব্‌নু মাজাহ : ২৫৩।

যে হাদীসে মশকের মুখে মুখ লাগাইয়া পান করিতে নিষেধ করা হইয়াছে তাহা এই,

(ক) আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ছোট মশক ও বড় মশক সকল প্রকার মশকের সরু মুখে মুখ লাগাইয়া পান করিতে নিষেধ করিয়াছেন।—সাহীহ বুখারী : ৮৪১ ও সুনান ইব্‌নু মাজাহ : ২৫২।

(খ) ইব্‌নু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মশকের সরু মুখে মুখ লাগাইয়া পান করিতে নিষেধ করিয়াছেন।—সাহীহ বুখারী : ৮৪১; সাহীহ মুসলিম (মিশকাত : পানীয়সমূহ অধ্যায়) ও সুনান আবূদাউদ : ২।১৬৭।

(গ) আবূ সা'ঈদ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ছোট মশকের বড় মুখটি দুমড়াইয়া উপরের দিকে উঁচু করিয়া উহাতে মুখ লাগাইয়া পান করিতে নিষেধ করেন। সাহীহ বুখারী : ৮৪১; সাহীহ মুসলিম : ২।১৭৩; সুনান আবূ দাউদ : ২।১৬৭; জামি' তিরমিযী (তুহফাহ : ৩।১১৩-১১৪) ও সুনান ইব্‌নু মাজাহ : ২৫২।

এই মর্মে একটি হাদীস ইব্‌নু আব্বাস হইতেও বর্ণিত হইয়াছে।—সুনান ইব্‌নু মাজাহ : ২৫২।

www.ahlehadeethbd.org

(২১৬—১০) حدثنا احمد بن نصر النيسابورى حدثنا اسحق بن محمد الفروى حدثتنا عبيدة بنت نائل عن ثشة بنت سعد بن ابى وقاص عن ابيها ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. قال ابو عيسى وقال بعضهم عبيدة بنت نابل.

(২১৬—১০) আমাদিগকে হাদীস শোনান আহ্মাদ ইব্নু নাস্র্ আন্নাইসাবুরী (নাইসাপুর শহরের অধিবাসী), তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান ইস্হাক ইবনু মুহাম্মাদ আল্ফার্ওী (ইস্হাকের পিতামহের পিতামহ 'আবূ ফার্ওাহ' এর নাম অনুসারে), তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান 'উবাইদাহ বিন্তু নায়িল. তিনি রিওায়াত করেন 'আয়িশাহ বিন্তু সা'দ ইব্নু আবূ ওাক্কাস হইতে, তিনি তাঁহার পিতা (সা'দ) হইতে রিওায়াত করেন যে, নিশ্চয় নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দাঁড়ানো অবস্থায় পান করিতেন।

আবূ ঈসা বলেন, আর কেহ কেহ বলিয়াছেন : 'উবাইদাহ বিনতু নাবিল। অর্থাৎ পিতার নাম 'নায়িল' না বলিয়া 'নাবিল' বলেন।

www.ahlehadeethbd.org

মূল ঃ আবু সালেহ ইস্‌লাহী
অনুবাদ ঃ মোহাঃ হাবীবুল্লাহ খান রহমানী

সমাজতন্ত্রের দেশ রাশিয়ায় নৈতিক চরিত্র

সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক জীবন দর্শনের ভিত্তি এই মৌল-নীতির উপর স্থাপিত হইয়াছে যে, মানুষের যাবতীয় কাজকর্মের পটভূমিকায় মূলতঃ দুইটি বৃত্তি প্রেরণা দান করিয়া থাকে। একটি ক্ষুৎবৃত্তি, অপরটি কাম বৃত্তি। সুতরাং এতদোভয়ের সেবা করাই একান্ত বাঞ্ছনীয় এবং অত্র বৃত্তিদ্বয়ের উপরই নব সমাজের ভিত্তি স্থাপন করা একান্ত সমীচীন। ইহাই হইতেছে সমাজতান্ত্রিক জীবন দর্শনের মৌলিক চিন্তা ধারা। সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিতে মানুষ হইতেছে চলমান একটি মেশিন বিশেষ। ইহারই প্রেক্ষিতে মানব সমাজের জন্য গ্রহণ করা হইয়াছে এক যান্ত্রিক জীবন দর্শন (Materialistic view of life)। কিন্তু ঐ জীবন দর্শন বাস্তবায়ন করিতে গিয়া ফলিয়াছে এক বিষময় ফল। নীতি-নৈতিকতাবোধ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং নৈতিকতার বুনিয়াদ সম্পূর্ণ রূপে বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়াছে! সোভিয়েত সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিকে সমাজের মৌলিক অংগ (Unit) রূপে গণ্য করা হইয়াছে—খান্দানকে বা পরিবারকে নয়। ফলে পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং পারিবারিক শান্তি শৃংখলা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিকোণে মানুষ পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নহে। বরং অজস্র প্রকার প্রাণী সমূহের মধ্যে মানুষও এক প্রকার প্রাণী মাত্র। মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী সমূহের মধ্যে পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, মানুষের মধ্যে রহিয়াছে উন্নত জ্ঞান ও বিবেকের মহাশক্তি, কিন্তু আপরাপর প্রাণী কুলের মধ্যে তাহা নাই। বস্তুতঃ মানুষের যেমন আবেগ, উদ্যম ও অনুভূতি রহিয়াছে অপর প্রাণী সমূহের মধ্যেও সেইরূপ আবেগ, উদ্যম ও অনুভূতি রহিয়াছে।

উল্লিখিত দৃষ্টিকোণ হইতে কমিউনিজমের কার্যধারার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে প্রতীয়মান হয় যে, সমাজতন্ত্রের দ্বারা অর্থ সম্পদ সুসমভাবে বণ্টন করা সম্ভবপর হয় নাই এবং মানবতারও আদৌ কোনো উন্নতি বা কল্যাণ সাধিত হয় নাই। উপরন্তু সমাজবাদী দর্শনের দ্বারা মানব সমাজের ক্ষতিই সমধিক হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহাতে নীতি, চরিত্র ও মানবতার প্রভূত বিপর্যয় ঘটিয়াছে। ক্ষুন্নিবৃত্তির নামে মানবতারূপ এমন মহাসম্পদ হরণ করা হইয়াছে যাহার অভাবে মানুষ মানব পদবাচ্যের অধিকারী থাকিতে পারে না। কেননা, আল্লাহের রাসুল ও পরকাল সম্পর্কে যদি ধ্রুব ঈমান প্রত্যয় না থাকে, যদি প্রাকৃতিক বিধানের (Physical) law) উপর নৈতিক বিধানের হুকুমাত ও প্রাধান্য স্বীকৃত না হয়, পক্ষান্তরে মানুষের চরম লক্ষ্য বিন্দু যদি কেবল জীবত্বের বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনাই হয়, তাহা হইলে ন্যায়-নীতি, সততা, সত্যবাদিতা; আনুগত্য, বিশ্বস্ততা, শালীনতা,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সভ্যতা, ভক্তি-শ্রদ্ধা এবং মানবতা ও মানবতার দাবী ও অধিকারের ভার সাম্য ও মর্যাদা সম্পূর্ণ রূপে পর্যুদস্ত ও বিধ্বস্ত হইতে বাধ্য। ইহার অশুভ পরিণতিতে পিতা ও কন্যা, মাতা ও পুত্র এবং ভ্রাতা ও ভগ্নি—এ সবের পারস্পরিক রক্তের সংযোগ ও একাত্মঃ সম্পর্কের পবিত্রতা ও মর্যাদা সংরক্ষনের কোনই মৌল বুনিয়াদ ও মান দণ্ড কায়েম থাকিতে পারে না। কম্যুনিজমের সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা এ হেন কুৎসিৎ আকার ধারণ করিয়াছে যে, তাহাতে নর ও নারীর মধ্যে প্রেম-প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বিবাহ শাদীর কোনো বাধ্যবাধকতা নাই। বিবাহের কোনই গুরুত্ব মর্যাদা ন ই। নর ও নারী উভয়েই বৈবাহিক বন্ধন হইতে মুক্ত ও আযাদ। প্রত্যেকেরই রহিয়াছে যৌন-সম্পর্ক স্থাপনের পূর্ণ ও অবাধ অধিকার। কেবল তাহাই নয়; উপরন্তু যদৃচ্ছা প্রেমের মৌচাক রচনাকরা ঐ সমাজে প্রশংসনীয়ও বটে। এক জন পুরুষ কোন একজন মহিলাকে স্বীয় 'স্ত্রী' বানাইয়া লইবে এবং তাহাকে কেবল মাত্র নিজের একার ভোগের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখিবে কম্যুনিজম এ হেন সংকীর্ণ (?) ধারণাকেমন ও মস্তিষ্ক হইতে বিদূরিত করার জন্য অবিরাম কোশেশ করিতেছে। কেননা ঐ মতধারায় একজন নারীকে নির্দিষ্ট একজন পুরুষের 'স্ত্রী' রূপে আবদ্ধ করিয়া রাখার মধ্যে প্রভুত্বের পূতিগন্ধ আসে। বস্তুতঃ মানবীয় প্রয়োজন নির্বাহের যাবতীয় উপায় উপকরণ যেমন ষ্টেট বা সরকারের কর্তৃত্বাধীন রহিয়াছে এবং উহা যেমন সমুদয় জনগণের যৌথ সম্পদ রূপে গণ্য হয়, ঠিক তেমনি কোন স্ত্রীলোকও এককভাবে কোন পুরুষ বিশেষের এককভাবে ভোগ্য নহে। বরং সে সমুদয় জনগণের 'যৌথ স্ত্রী'। তেমনিভাবে কোন পুরুষও নির্দিষ্ট কোঁন নারীর একার স্বামী নহে। বরং প্রত্যেক পুরুষই সমুদয় নারী কুলের 'যৌথ স্বামী'। তারপর ঐ অবাধ যৌন মিলনের ফলে যে সব সন্তান পয়দা হইবে, উহা ষ্টেট বা সরকারের সন্তান বলিয়া গণ্য হইবে। আবার ষ্টেটের জিনিষ পত্রের যেমন হ্রাস বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ সন্তান উৎপাদনও প্রয়োজন মুতাবিক বৃদ্ধি বা হ্রাস করা হইবে। যুদ্ধের প্রয়োজনে সন্তান উৎপাদনের চাহিদা যদি অত্যধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সরকার কর্তৃক নারী কুলের প্রতি নির্দেশ প্রদান করা হয় যে, বিপুল সংখায় সন্তান উৎপাদন করিতে হইবে। অনুরূপ ভাবে যদি ক্রমবর্ধমান জন সংখ্যা হ্রাস করার প্রয়োজন অনুভুত হয়, তাহা হইলে জন্মনিয়ন্ত্রণ বা গর্ভপাতনের দ্বারা জনসংখ্যার এই বর্ধমান সয়লাব নিয়ন্ত্রিত করা হয়।

জনৈক সোভিয়েত গ্রন্থকার স্বরচিত 'সেমিনা' (Semina) নামক উপন্যাসে একটি আদর্শ কম্যুনিষ্ট সমাজের চিত্র অংকন করিয়া লিখিয়াছেন,

"মদ্যপান ও যিনা বা অবাধ যৌন মিলন কোন লজ্জাস্কর বা দোষাবহ কাজ নয়। প্রেম করা, সুরা পান এবং নারী ধর্ষণ পৌরুষের বৈশিষ্ট্য। বস্তুতঃ এই সব হইতেছে স্বভাবসুলভ আবেগ। সুতরাং স্বভাবসুলভ যাহা, উহা কস্মিনকালেও পাপ হইতে পারে না।"

এ চিন্তাধারা সেই লেখকের, যিনি যৌথ ও সম্মিলিত সমাজ-ব্যবস্থার নৈতিক বিধান

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করার পক্ষপাতী এবং উহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক। বস্তুতঃ সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিতে নৈতিক চরিত্রের নির্ধারিত কোন ইতিবাচক বুনিয়াদী নিয়মতন্ত্র বা মৌলিক বিধান নাই। সমাজতন্ত্রে আদর্শ নৈতিক চরিত্রের সেই সমুদয় পবিত্র বুনিয়াদকে সমূলে উৎপাটিত করা হইয়াছে যাহার উপর যুগ যুগান্ত ধরিয়া মানবীয় মহান চরিত্রের সৌধ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সমাজতন্ত্রীরা উক্ত আদর্শ নৈতিকতার পরিবর্তে এক বিকল্প নীতি-দর্শন গ্রহণ করিয়াছে। তাহা এই যে, যে সকল বিষয়বস্তু সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সহায়ক উহা উত্তম ও পবিত্র এবং মহা সমাদরে গ্রহণযোগ্য। আর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যাহা প্রতিবন্ধক ও অন্তরায়, উহা ঘৃণিত, পাপ এবং পরিত্যজ্য। এখানে নীতি নৈতিকতা সম্পর্কে সমাজতন্ত্রের পুরোহিত লেনিনের উক্তি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। 'লেনিন' এক স্থানে সমাজতন্ত্রের গুণকীর্তন করিয়া লিখিয়াছেন,

"আমরা নিতিক চরিত্রের ব্যাপারে এরূপ প্রতিটি বিষয়বস্তুকে ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান ও বর্জন করি, যাহা অতি প্রাকৃতিক (Super na'u al) কল্পনা ও চিন্তার ফলশ্রুতি এবং সামাজিক চিন্তাধারার উর্ধে। আমাদের অভিমত এই যে, নৈতিক চরিত্র হইতেছে সামাজিক সংগ্রাম স্বার্থের অধীন। নীতিগত ভাবে এরূপ প্রত্যেকটি কাজ বৈধ, যাহা পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা দূরীকরণের এবং মেহনতী ও শ্রমজীবী জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করণের জন্য যরূরী। যে দলটিকে অদ্যাবধি শোষণ করা হইতেছে অতিষ্ঠ হইয়া তাহারা যখন তাহাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে বাধ্য হইবে, তখন তাহাদের সেই সংগ্রামে মিথ্যা ও সর্ব প্রকার প্রতারণার মারণাস্ত্র ব্যবহার অপরিহার্য হইবে।

নর হত্যা যজ্ঞ

'সমাজতন্ত্রবাদের' ভিত্তি স্থাপিত হয় এক শ্রেণীর উপর অন্য শ্রেণীর প্রভুত্ব ও আধিপত্য নস্যাৎ করার উপর। সমাজতন্ত্রের দৃষ্টি কোণে মানব জাতির কল্যাণের নিমিত্ত কোন সার্বজনীন নৈতিক কর্মসূচী নাই। উহার দৃষ্টিতে নৈতিকতা, মানবতা, পবিত্রতা এবং বিশ্বস্ততা ইত্যাদি শব্দাবলী পুঁজিবাদীদের উদ্ভাবিত পরিভাষা মাত্র। কাজেই সমাজতন্ত্রীদের জীবন বিধানে এই রূপ পবিত্র ও উন্নত মূল্যমানের আদৌ কোন প্রয়োজন নাই। তাহাদের কর্মসূচী হইল, সমুদয় শ্রমিক ও কৃষককুলকে এই উদ্দেশ্যে উদ্বুদ্ধ ও সংঘবদ্ধ করা যেন তাহারা যাবতীয় মানব সমাজের শোষক গোষ্ঠিকে (পুঁজিপতি, জমিদার, শিল্পপতি ইত্যাদি) নিষ্পেষিত ও ধ্বংস করতঃ তাহাদের শবদেহ রাজির উপর একটি শ্রমিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করিকে সক্ষম হয়। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে ভয়াবহ শ্রেণী যুদ্ধ সংঘটিত হইল এবং 'ধনতন্ত্র' পর্যুদস্ত ও পরাভুত হইল। অতঃপর একটি শ্রমিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। এই নবোত্থিত শ্রমিক সরকার শক্তিমদে মত্ত হইয়া মানব রক্তে হোলি স্নান ও নরহত্যার হোম যজ্ঞ করিয়াছে। এই নরহত্যা যজ্ঞের দ্বারা মানবতার প্রতি কিরূপ সম্মান (?) প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহা অনুধাবন করার জন্য বিগত ১৯৩৪ইং সাল পর্যন্ত রিপোর্ট অবলোকন করাই যথেষ্ট। এই রোমাঞ্চকর হত্যা যজ্ঞের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শ্রেণীগত পরিসংখ্যান নিম্নে দেওয়া হইল।

শ্রেণী	নিহতের সংখ্যা
বিশপ ও ধর্মযাজক	৩১ জন
গির্জা সেবক	১৫৬০ ,,
জজ, উকিল ও ম্যাজিষ্ট্রেট	৩৪৫৮৫ ,,
ছাত্র ও শিক্ষক	১৬৩৬৭ ,,
সিভিল সার্ভিস	৭৯০০০ ,,
মেহ্নতী ও শ্রমিক	১৯৬০০০ ,,
সামরিক অফিসার	৫৬৩৪০ ,,
পুলিশ ও নাবিক	২৬০০০০ ,,
কৃষক	৮৯০০০০ ,,
মোট সংখ্যা	১৫০০৮৮৩

পনেরো লক্ষ আট শত তিরাশি

বিগত ১৯৩৪ ইং সাল পর্যন্ত যত সংখ্যক লোক সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী সরকার কর্তৃক নিহত হইয়াছে, কেবল মাত্র উহার তালিকা উপরে দেওয়া হইল। এই পরিসংখ্যান প্রকাশক কোন পুঁজিবাদী বিশেষজ্ঞ নহে, বরং জনৈক বিশিষ্ট সমাজতন্ত্রী গ্রন্থকার জন উইন্হার্ড (John wyneheird)। তিনি তাঁহার জীবনের সুদীর্ঘ তেইশ বৎসর কাল সোভিয়েত রাশিয়ায় যাপন করেন।

সোভিয়েত রাশিয়ায় উদ্দাম প্রেমের দৃশ্য

সোভিয়েত রাশিয়ায় নৈতিক চরিত্রের মার্জিত, পবিত্র ও আদর্শিক ভারসাম্য নস্যাৎ করতঃ আধুনিক 'সমাজতন্ত্রবাদের' যে সব চিন্তা ধারার উপর ভিত্তি করিয়া পারিবারিক পরিকল্পনা (Family Planning) গৃহীত হইয়াছে, উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কম্যুনিজমের কেরামত দেখিয়া হতবাক হইতে হয়। সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজ ব্যবস্থার প্রাথমিক ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হইয়াছে উদ্দাম প্রেমের (free love) উপর। অর্থাৎ সর্ব প্রকার জৈবিক ক্ষুধা ও কাম পিপাসা চরিতার্থ করার পূর্ণ স্বাধীনতা ইহাতে রহিয়াছে। শাদী বিবাহ বা ঐ প্রকার কোন লাইসেন্স্ (Licence) এর বাধ্য বাধকতা নাই। নর নারী প্রেম কুঞ্জের স্বাধীন ভ্রমর। এই উদ্দাম প্রেমের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, সোভিয়েত রাশিয়া সুসভ্য জানোয়ারের দেশে পরিণত হইয়াছে। সেখানে দ্বিপদ পশুপাল বিল্কুল্ মুক্ত আযাদ অবস্থায় বিচরণ করিতেছে এবং যদৃচ্ছ যৌন পিপাসা পরিতৃপ্তির মাহেন্দ্র সুযোগ ভোগ করিতেছে। বস্তুতঃ এই সব হইতেছে তরুণ সমাজতন্ত্রীদের যুগান্তর আনয়নকারী দুর্বার সংগ্রামেরই ফলশ্রুতি ও মহিমা। তাহাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা হইতেছে দেশ হইতে পুরাতন কালের সমুদয় রীতি রেওয়াজ ও আচার অনুষ্ঠান সমূলে উৎখাত করা। কেননা, তাহাদের মতে পুরাতন হইতেছে প্রগতির পথে বাধার বিন্ধ্যাচল। অতএব পুরাতনের সমুদয় কীর্তি ধ্বংস ও মিস্মার করতঃ নূতনের রাঙা প্রভাত আনয়ন করিতে তাহারা বদ্ধ পরিকর। আজ কাল আমাদের দেশেও একদল অত্যধিক প্রগতিবাদী তরুণ লেখক, সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। তাহারা ইস্লামী সভ্যতা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, তাহযীব-তামাদ্দুন এবং আদর্শ নৈতিক চরিত্রকে মধ্যযুগীয় বর্ব্বরতা, সংকীর্ণতা এবং প্রগতির পথে অন্তরায় বলিয়া জ্ঞান করেন।

জনৈক বিশিষ্ট সোভিয়েত বৈজ্ঞানিক 'এন্টন নমিলাভ' (Antonnomilov) সমাজ

www.ahlehadeethbd.org

তন্ত্রবাদের এক জন উদগ্র কর্মী। তিনি স্বরচিত 'নারীর জীবন সম্পদ' নামক পুস্তকে স্বীকারোক্তি করিয়া লিখিয়াছেন,

"শ্রমিক মহলে উৎকট প্রেম ব্যাপক আকার ধারন করিয়াছে। সমাজতন্ত্রী সোসাইটির উর্ধতন মহল হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্ন মহল পর্যন্ত উদ্দাম প্রেমের যে প্রবল তরংগমালা উদ্বেলিত হইতেছে উহা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।" উপরন্তু তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ পূর্বক লিখেন, "এইরূপ উদগ্র প্রমোন্মাদনা এক দিন সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার বুনিয়াদকে অবশ্যম্ভাবী রূপে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিবে।"

আজ হইতে কয়েক বৎসর পূর্বের ক।। সমাজতন্ত্রবাদের বিখ্যাত দৈনিক 'প্রাভদা' (Pravda) এর পৃষ্ঠায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত প্রবন্ধ সম্পর্কে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রবাদের নেতৃস্থানীয় কোন ব্যক্তি এমন মন্তব্য করিতে পারিবেন না যে, উহা পুঁজিবাদীদের নিছক প্রোপাগাণ্ডা ও অপপ্রচারণা মাত্র। উক্ত প্রবন্ধের ভাষা বিশেষ ভাবে প্রণিধান-যোগ্য। প্রবন্ধটিতে বলা হয়,

"প্রেম প্রীতি সম্পর্কে আমাদের তরুণ মহলে কতিপয় নিয়ম অনুসৃত হইয়া থাকে। উক্ত নীতিমালার পটভূমিকায় সক্রিয় মৌলিক চিন্তাধারা হইতেছে এই যে, তোমরা প্রেম-সীমান্তের যত বেশী নিকটবর্তী হইতে সক্ষম হইবে, অথবা অন্য কথায় বলিতে হয়—তোমরা জীবত্বের যত বেশী নিকটবর্তী হইতে সক্ষম হইবে, ততই বেশী 'প্রগতিশীল সমাজতন্ত্রী' হইতে পারিবে। লেবার ফ্যাকাল্‌টির (Labour faculty) প্রত্যেক সদস্য সদস্যা এবং ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ফ্যাকাল্‌টির যে সব সাধারণ নিয়ম রহিয়াছে তন্মধ্যে একটি এই যে, প্রত্যেক স্ত্রীলোক ফ্যাকাল্‌টিতে ভর্তি হইবার সংগেই তাহার এই কর্তব্য হইবে যে, সে যখন তাহার সহযোগী তরুণদের মধ্যে কাহারও নযরে মনোনীতা হইবে তখন ঐ যুবতী তৎক্ষণাৎ অম্লান চিত্তে ও নীরবে নিজ দেহকে উক্ত যুবকের সোপর্দ করিয়া দিবে।"

সমাজতন্ত্রবাদের জনৈকা বিশিষ্টা কর্মী 'মাদাম সেমি ডরিচ' (Semi-D rich) যৌন উৎপাৎ সম্পর্কে বহুতর ঘটনাবলী নযির স্বরূপ পেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি এই :

'সমাজতন্ত্রীদের নীতিনিয়মের মধ্যে 'আফ্রিকা রজনী' (African Night) উদ্‌যাপনের প্রথা বহুল পরিমাণে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। উহার ফলে ঐ সকল প্রতিষ্ঠান তরুণদের লক্ষ্যকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই সকল 'আফ্রিকা রজনী' অনুষ্ঠানে বহুতর তরুণীদের যৌবন সম্পদ লুণ্ঠিত হইয়া থাকে। এই কারণেই বর্তমানে মহিলাগণ ঐ সকল অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে আতঙ্ক অনুভব করিতেছে। কিন্তু এহেন ধ্বংসাত্মক যৌন উৎপাতের সমূদয় দোষ কেবল নৈতিক ভ্রান্ত চিন্তাধারার উপরই বর্তে না। বরং ইহার জন্য সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সরকারের ভ্রান্ত ব্যবস্থাপনাই সমধিক দায়ী। কেননা শ্রমিকবৃন্দ ও কর্মচারীমণ্ডলীর পুরুষ ও মহিলাগণের বসবাসের জন্য পৃথক ব্যবস্থা নাই। পুরুষ ও মহিলাগণ নিঃসঙ্কোচে একই গৃহে সহ অবস্থান

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিয়া থাকে। তেমনিভাবে ছাত্রাবাস সমূহে ছাত্র-ছাত্রীগণের জন্যও সহ অবস্থানের ব্যবস্থা রহিয়াছে।"

বেলজিয়ামের রাশিয়াস্থ রাষ্ট্রদূত মিষ্টার ডোমিলে (Domillet) রাশিয়ায় সুদীর্ঘ কাল অবস্থান করেন। তিনি লিখিয়াছেন,

"উদ্দাম প্রেমোন্মাদনার বিষময় ফল এই ফলিয়াছে যে, বর্ত্তমানে রাশিয়ায় পঞ্চাশ লক্ষ এমন সন্তান রহিয়াছে যাহাদের কোন ওয়ারিশ নাই – অর্থাৎ তাহারা জারজ। ইহাদের প্রতিপালনের কোন ইন্তিযাম নাই। উপরন্তু কৌতূহলের ব্যাপার এই যে, ইহাদের মধ্যে এমন বহু সংখ্যক অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকা রহিয়াছে যাহাদের মধ্যে দ্বাদশ বর্ষিয়াও আছে। তাহারা কেবল জঠর জ্বালা নিবৃত্তির দায়ে নিরূপায় হইয়া তাহাদের দেহ সমাজ তন্ত্রী বখাটে যুবকদের ভোগের জন্য সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। উপরন্তু সোভিয়েত সরকারের নযরে উহারা প্রাইভেট ব্যবসায়ের পণ্যরূপে শুমার হইয়া থাকে। এই জন্য উহাদিগকে অনুমতি (Licence) প্রদান করতঃ নির্ধারিত 'কর' আদায় করার পূর্ণ অধিকার সরকারের রহিয়াছে।" উপরি উক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে সমাজতন্ত্রী সোসাইটির নৈতিক স্বরূপ ও চিত্র অংকন করা হইল। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদিগকে গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে যে, এই নীতি-আদর্শ বিবর্জিত হিংস্র স্বভাবসুলভ "কম্যুনিজম বা সমাজতন্ত্রবাদ" গ্রহণ করা কি পাপ ও অন্যায় হইবে না ?

একটি চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা

আমেরিকার জনৈক গ্রন্থকার মিঃ বীস লওয়াড অব নিউ হিয়ার, ("World of new here") নামক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি এক জন প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা ছিলেন। তিনি তাঁহার সারা জীবন শ্রমিক কুলের সেবায় অতিবাহিত করেন। আমেরিকায় তাঁহার বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হইলে, তিনি প্রাণের ভয়ে সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রস্থান করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া একদেশদর্শী সমাজতন্ত্রী। কিন্তু তিনি যখন সমাজতন্ত্রবাদের কাল্পনিক বিহিশ্‌তের অভ্যন্তর ভাগ অবলোকন করিলেন তখন অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ ও অনুতপ্ত হইয়া পুনরায় আমেরিকায় প্রত্যাবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু ওদিকে আমেরিকায় তাঁহার বিরুদ্ধে পূর্বে আনিত মামলার প্রদত্ত রায়ে যাবজ্জীবন অন্তরীণ বাসের শাস্তি ইতিপূর্বেই নির্ধারিত হইয়াছিল। উহার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া অগত্যা এই ভাবিয়া রাশিয়ায় অবস্থান করাই স্থির করেন যে, পুনরায় রাশিয়াকে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইবে। অতঃপর তিনি খারকোভের ট্রাক্টার প্লটের প্রচার বিভাগের এক জন কর্মচারীর পদ গ্রহণ করেন। এই ভাবে তিনি আরও কয়েক বৎসর রাশিয়ায় বাস করেন। কিন্তু রাশিয়ায় তদানীন্তন পরিস্থিতির কোনরূপ পরিবর্তন ও উন্নতির লক্ষণ দেখিতে না পাইয়া তিনি হতাশ হইয়া পড়েন এবং অগত্যা আমেরিকা প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন। তিনি উক্ত স্বরচিত পুস্তকে লিখিয়াছেন,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

"আমার সারাটি জীবন শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনায় অতিবাহিত হইয়া গেল। বস্তুতঃ আমি জীবন ব্যাপী এই প্রচেষ্টাতেই তৎপর রহিলাম যে, স্বয়ং আমার এবং সহযোগী ও সহকর্মীদের দিগ্বলয়কে সমধিক বিস্তৃত ও সমুজ্জল করিয়া তুলি। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, আমি একে একে দুইটি জগৎ হইতে বহিষ্কৃত হইলাম। প্রথমটি পুঁজিবাদী নীতি আদর্শের দুনিয়া আর দ্বিতীয়টি তথাকথিত সমাজতন্ত্রবাদী ইন্‌সাফের দুনিয়া। বস্তুতঃ এই দুনিয়ায় আমি যে সূচীভেদ্য অন্ধকার অবলোকন করিয়াছি তাহা যে কোন ভূগর্ভস্থ কারাগারের তুলনায় সমধিক অন্ধকার ও শ্বাসরুদ্ধকারী। ইহা হইতেছে একটি ধ্বংসোন্মুখ সভ্যতার অন্ধকার।

বস্তুতঃ কোন ব্যক্তি যদি সাম্যবাদী (Bolshevisim) দর্শনের উপর ঈমান আনয়নের জন্য পূর্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহা হইলে এইরূপ প্রথম ব্যক্তিটি ছিলাম স্বয়ং আমিই। কিন্তু আমি নুতন 'আযাদীর' সন্ধানে যে দেশেই গিয়াছি সেখানেই আমার সমুদয় ভক্তি বিশ্বাস ও স্বপ্নসাধ ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া উবিয়া গিয়াছে এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, রাশিয়ার সাম্যবাদ তথা 'সমাজতন্ত্র' দর্শনের মধ্যে যাহা রহিয়াছে তাহাতে মানব-আত্মার সম্পূর্ণ অভাব রহিয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

॥ মুহাম্মদ আবদুর রহমান ॥

জাহানে ইসলামের ঐক্য

করাচীতে অনুষ্ঠিত ইসলামী পররাষ্ট্র সম্মেলন

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

২৬শে ডিসেম্বর করাচীস্থ পাকিস্তানের ষ্টেটব্যাঙ্ক ভবনে পররাষ্ট্র সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। তিন দিন পর্যন্ত রুদ্ধদ্বার কক্ষে যোগদানকারী রাষ্ট্র প্রতিনিধিদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

আরব লীগের সেক্রেটারী জেনারেল—এবং ফেলিস্তিন মুক্তি আন্দোলনের একজন প্রতিনিধি সম্মেলনে পর্যবেক্ষক রূপে যোগদান করেন।

সম্মেলনের সূচনায় মিসরের প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুল নাসেরের ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ এবং বিশ্ব শান্তি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠায় তাহার ভূমিকার প্রসংশা করা হয়।

সম্মেলনে পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ঘূর্ণি-বাত্যা ও গরকী জনিত বিপর্যয়ে গভীর মর্মবেদনা এবং দুর্গতদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা হয়।

সম্মেলনে মেজমান দেশ পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান প্রেসিডেন্ট জেনারেল মুহাম্মদ ইয়াহিয়া খান উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন। তাঁহার ভাষণের প্রধান অংশ নিম্নে উধৃত হইল ঃ

"প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ, রাবাতে ইসলামী সম্মেলন ছিল ইসলামের ইতিহাসে এক বিরাট পদক্ষেপ। ইহা ছিল প্রথম কিবলা পবিত্র আল-আকসা মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট করার প্রতি আমাদের গভীর আবেগের প্রতি অবমাননার উত্তর। আল-আকসায় অগ্নিসংযোগ ও এর সাথে সাথে মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইলের হামলা আমাদের দেশগুলোর মধ্যে আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন দেখা দেয়। রাবাতে সম্মিলিত সকল রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারের এক যুক্ত ঘোষণায় ১৯৬৭ সালের জুনের মধ্যে ইসরাইলের সামরিক বাহিনী কর্তৃক দখলকৃত আরব ভূমি হতে তাদের দ্রুত অপসারণের কথা বলা হয়। তাঁরা প্যালেষ্টাইন বাসীদের হৃত অধিকার পুনরুদ্ধার ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। তাঁরা তাঁদের মধ্যে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং ঘোষণা করেন যে, ইসলামের অমর শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁদের সরকার নিজেদের অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার ব্যাপারে আলোচনা করবেন। রাবাতে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনে এই আলাপ-আলোচনা দানা বেঁধে উঠে।

উক্ত সম্মেলনে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি ও প্যালেষ্টাইনবাসীদের উপর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ইহা বছরে একবার অংশ-গ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা

www.ahlehadeethbd.org

সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সম্মেলন আয়োজন ইত্যাদির জন্য একটি সেক্রেটারীয়েটের ব্যবস্থা করে। রাবাত সম্মেলনে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, দ্বিতীয় ইসলামী সম্মেলন পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হবে।

আমার দেশ ও দেশবাসী আপনাদের আতিথেয়তা করতে পেরে নিজেদের সম্মানিত বোধ করছি।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, ইসলামে বিশ্ব মানবতার কল্যাণার্থ এক গঠনমূলক শক্তি রয়েছে। ইহা জনগণকে সংহতিমূলক সামাজিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কল্যাণকর কাজে গঠনমূলক ও গতিশীল প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করবে।

প্রতি বছর ইসলামী সম্মেলন আহ্বানের সিদ্ধান্ত একটি ঐতিহাসিক অগ্রগতি। এই বার্ষিক সম্মেলন যেমন একটি সুযোগ উপস্থাপিত করে তেমনি একটি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করে। সুতরাং সম্মেলন নিয়ন্ত্রণ করার মূলনীতি প্রণয়ন করার প্রয়োজন রয়েছে। ইতিমধ্যে আমাদের যৌথ আলোচনার মাধ্যমে কতিপয় মৌলনীতির প্রকাশ ঘটেছে। আমাদের অভিমতে মৌলনীতিগুলো হচ্ছে ঃ

প্রথমতঃ চলতি সম্মেলন শান্তির সম্মেলন। ইসলামের অর্থ শান্তি, মুসলমানরা শান্তিপ্রিয় মানুষ। কিন্তু রাবাত শীর্ষ সম্মেলনের ঘোষণা অনুসারে এই শান্তি ন্যায় বিচার ও সম্মানজনক হতে হবে। একারণে আমরা সম্মানজনক শান্তি চাই এবং অধিকৃত এলাকা থেকে হামলাকারীদের বিতাড়ন করা আমাদের দাবী। আমরা শান্তিকামী বলে প্যালেষ্টাইন কিংবা এশিয়া আফ্রিকার যে কোন দেশের আত্মনিয়ন্ত্রধিকার সমর্থন করি।

দ্বিতীয়তঃ চলতি সম্মেলন সাধারণ লক্ষ্যে পারস্পরিক কাজে সহযোগিতার জন্যে মুসলিম জনগণের স্বাভাবিক আকঙ্খারই প্রতিফলন ঘটিয়েছে।

তৃতীয়ঃ এই সম্মেলন বর্তমান আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের অতিরিক্ত কিছু নয়, সেগুলোর পরিপূরক সম্মেলন মাত্র। ইহা নয়া জোট কিংবা আঁতাতও নয়। ইসলামী সম্মেলন একমনা রাষ্ট্রবর্গের আন্তর্জাতিক পরিবেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থবোধক ও গঠনমূলক সহযোগিতায় সম্ভাব্য বিষয় উদ্ভাবনের একটি প্রচেষ্টা।

চতুর্থতঃ ইসলাম যদিও আমাদের সাধারণ ঐতিহ্য এবং একমনা রাষ্ট্রবর্গের বন্ধন সূত্র, তবু এই সম্মেলন ধর্মীয় সম্মেলন নয়।

সর্বশেষ কথা এই যে, এই সম্মেলনকে উদার এবং লক্ষ্য ও পদ্ধতির দিক হতে বাস্তবভিত্তিক হতে হবে। আমাদের মধ্যে যা সাধারণ, তার উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে। এই সাদৃশ্যকে ক্রমাগত পরিব্যাপ্ত করতে হবে এবং পরস্পরের সম্মতিতে চুক্তির ক্ষেত্র প্রসারিত করতে হবে।

প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ, অনিবার্য কারণবশতঃ আমাদের কতিপয় বন্ধুরাষ্ট্র সম্মেলনে যোগদান করতে পারেননি। সম্মেলনকে সেসব রাষ্ট্রের অবস্থা উপলব্ধি করতে হবে। তাদের অনুপস্থিতিতেও তাদের স্বার্থকে সম্মেলনে আলোচনার মধ্যে রাখতে হবে। পরস্পরিক সাধারণ স্থানে এক দিন তারা এই সম্মেলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করবে।

সম্মানিত প্রতিনিধিবৃন্দ, আপনাদের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে। মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি এবং ক্রমাগত ইসরাইল কর্তৃক জেরুজালেম ও আরবের অন্যান্য এলাকা ক্রমাগত অধিকারে থাকা আমাদের ক্ষোভ ও আশঙ্কার কারণ। আরবদের সংগ্রামের প্রতি পাকিস্তানের অবিচল ও দ্ব্যর্থহীন সমর্থন থাকবে। আমি বিশ্বাস করি যে, সম্মেলনে আপনাদের আলোচনা পুনরায় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে যে, হামলাকারীদের বিতাড়িত করতে হবে, দেশের সন্তানদের মাতৃভূমির উপর জন্মগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং বিচার ও ন্যায়ের ভিত্তিতে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং এব্যাপারে আমাদের ঐক্যবদ্ধ অভিমত তুলে ধরতে হবে।

আফ্রিকার জনগণ এখনো উপনিবেশবাদীর শোষণে জর্জরিত হচ্ছে। আমাদের হৃদয়ানুভূতি তাদের জন্যেও রইল। ইসলাম দ্ব্যর্থহীন ভাবে জাতিতে জাতিতে, বর্ণে বর্ণে, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ অস্বীকার করে। আমরা সর্বপ্রকার বর্ণবাদ ও উপনিবেশবাদী শোষণকে ঘৃণাকরি।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য। আমি বিশ্বাস করি যে, এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাওয়ার সময় এসেছে।

ইসলামী সম্মেলন সেক্রেটারীয়েটের প্রথম সেক্রেটারী মনোনীত হওয়ায় আমি টেঙ্কু আবদুর রহমানকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। এ হচ্ছে তাঁর এক মহান কাজ এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতা নিঃসন্দেহে সেক্রেটারীয়েটের কল্যাণে আসবে। আমি আশ্বস্ত যে, এই সম্মেলন তাঁকে প্রদত্ত কাজ সম্পাদনে প্রয়োজনীয় সম্পদ দানে সক্ষম হবে।

বক্তৃতা শেষ করার পূর্বে এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত আমাদের ঐক্য ও সংহতিকে শক্তিশালী করুক—আমি আল্লাহর দরবারে এই দোয়া করছি।"

মুসলিম পররাষ্ট্র সম্মেলনে ইসলামী সেক্রেটারীয়েটের সেক্রেটারী জেনারেল টেঙ্কু আবদুর রহমান যে ভাষণ দেন উহারও একটা ঐতিহাসিক মূল্য রহিয়াছে। নিম্নে তাঁহার ভাষণের প্রয়োজনীয় অংশের বাংলা অনুবাদ উধৃত হইল। উপস্থিত প্রতিনিধিদের সম্বোধন করিয়া তিনি বলেন,

"আপনারা উপলব্ধি করবেন যে, ইসলামী কনফারেন্সের সেক্রেটারী জেনারেলের কর্তব্যটি একটা সহজ কাজ নয়। কারণ এইবারই সর্ব প্রথম সমগ্র পৃথিবীর মুসলিম জাতি একত্রিত হয়েছে, আর আমাদের সম্মুখে যে কাজ পড়ে রয়েছে তা যথার্থভাবে করার জন্য যদি আমরা আন্তরিক ভাবে সচেষ্ট হই, তা হ'লে আমরা কতদূর এগিয়ে যেতে পারব তার কোন সীমা রেখা নেই। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরস্পরকে কাছে টেনে আনা যাতে করে আমরা একে অপরকে উত্তমরূপে বুঝতে পারি এবং সকলের সাধারণ স্বার্থে কাজ করে যেতে পারি। যে পথে আমাদের চলতে হবে সেটা সহজ নয়—কঠিন ও দুর্গম, যে লক্ষ্যে আমরা পৌঁছবার আশা রাখি তা বহু দূরে এবং দুর্গম। আমরা কেমন করে সেখানে পৌঁছব তা জানা নেই, কাজেই এই সংস্থা গঠন করে আমরা আমাদের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কাজটিকে সহজতর করার জন্য সকলে মিলিত ভাবে সমগ্র হৃদয় মনে সচেষ্ট হতে চাই, মিলে-মিশে পরিকল্পনা তৈয়ার করতে চাই। মানুষের সাধ্যের পরিসীমার মধ্যে অবস্থান করে আমরা যদি আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করার জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়ে থাকি—তা হলে আসুন লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য আমরা আল্লার নিকট প্রার্থনা জানাই।

আমরা সবাই জানি যে, আমাদের মহা-নবীর শিক্ষানুসারে আমরা সবাই পরস্পরে ভাই ভাই। আমাদের একে অপরকে অবশ্যই ভ্রাতারূপে মনে করতে হবে এবং আমাদের ধর্মের খাতিরে আমাদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে দৃঢ়তর করার জন্য কাজ করে যেতে হবে। ইসলামের রাজশক্তির পতনের পর থেকে মুসলিমরা বিচ্ছিন্ন এবং বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু আল্লার মেহেরবাণীতে প্রায় সমস্ত—বরং বলা যেতে পারে সমস্ত দেশই তাদের স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছে। মুসলিম দেশগুলোর মরুভূমি আর বনজঙ্গলের অভ্যন্তরে মহামূল্য সম্পদ আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলো আমাদের কতিপয় দেশকে অর্থ সম্পদে সমৃদ্ধ করে তুলেছে এবং তাদের অধিবাসীরা প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করছে। অপরপক্ষে আমাদের কতিপয় দেশের ভ্রাতৃবৃন্দ অভাবে জর্জরিত, দারিদ্র্যে প্রপীড়িত। যেখানে অনেকে সুখে ও শান্তিতে কালাতিপাত করছে সেখানে অনেকে যুদ্ধ ও আক্রমণের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আছে, আবার কতক নির্যাতন ও নিষ্পেষণের সার্বক্ষণিক আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছে।

মুসলমানদের জন্য চিন্তার মত বিষয় এবং করার মত কাজ এত বেশী রয়েছে যে বলে শেষ করা যাবে না। কাজেই আপনারা চিন্তা করুন এবং চেষ্টা করে দেখুন সর্বোত্তম কোন্ কোন্ উপায়ে আমরা একে অপরকে একক ও মিলিত ভাবে সাহায্য করতে পারি। এই সাহায্যের বাস্তব পন্থা উদ্ভাবন করুন। আমরা যদি একে অপরকে সম্পূর্ণ ভুলে যাই—তা হলে আমরা ইসলামের শিক্ষাকেই উপেক্ষা করব।

ইতিপূর্বে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি সমবায়ে অনেক সভা, সম্মেলন ও সেমিনার বিভিন্ন পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তাতে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণ বিপুল সংখ্যায় এবং পরম উৎসাহে যোগদান ও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন। এই সব সম্মেলন ঐক্যের আকাঙ্খাকে বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছে। ইসলামের নব উজ্জীবন সম্পর্কে মুসলমানদের বিশ্বাস ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এই বিশ্বাসকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য যদি আপনারা সঙ্কল্পবদ্ধ হন, তা হলে সাফল্য অর্জন না করার কোন কারণই থাকতে পারে না। অতীতের অভিজ্ঞতায় অনুপ্রাণিত হয়ে আল্লার পথ প্রদর্শনের সাহায্যে আত্মশক্তিতে বলীয়ান মুসলিম জাতি পূর্ণ আস্থা সহকারে সময়ের প্রয়োজন এবং আধুনিক চ্যালেঞ্জ সমূহের মুকাবেলা করে সম্মুখ পানে এগিয়ে চলতে পারে।"

টেঙ্কু আবদুর রহমান তদীয় ভাষণে তাহার উপর আস্থা স্থাপনের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং তিনি এই আশা প্রকাশ করেন যে, মুসলিম জাহানের মধ্যে সহযোগিতা-মূলক তৎপরতার সমন্বয় বিধানের জন্য ইসলামী সেক্রেটারীয়েট একটি মাধ্যম রূপে কাজ করিবে।

অতঃপর স্টেট ব্যাঙ্কের মার্বেল কক্ষে বিভিন্ন পর্যায়ে নিম্নলিখিত কর্ম সূচীর ভিত্তিতে দীর্ঘ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়ঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

১। মধ্য প্রাচ্যের সর্বশেষ ঘটনা প্রবাহ এবং ফেলিস্তিনের মুক্তি সংগ্রামে নৈতিক ও কার্যকরী সমর্থন দান,

২। গিনি প্রজাতন্ত্রের উপর পর্তুগালের হামলা জনিত পরিস্থিতি,

৩। সেক্রেটারীয়েটের সাংগঠনিক ও আর্থিক দিক,

৪। সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারী দেশ-সমূহের অর্থ-নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সহযোগিতা,

৫। বাণিজ্য ও আর্থিক উন্নয়নের জন্য মুসলিম বিশ্ব ব্যাঙ্ক স্থাপন,

৬। বিশ্ব মুসলিম বার্তাসংস্থা গঠন,

৭। বিশ্বব্যাপী ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন,

৮। ১৯৭১ সালের ২১শে আগষ্ট আল-আকসা দিবস পালন,

৯। তৃতীয় ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী—সম্মেলনের সময় ও স্থান নির্ধারণ।

সম্মেলনে তিন দিন ব্যাপী দীর্ঘ আলাচনার পর সর্ব সম্মতিক্রমে কতিপয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত সমূহের ভিত্তিতে সম্মেলনের পক্ষ হইতে একটি যুক্ত ইশতেহার প্রকাশিত হয়। আমরা নিম্নে সিদ্ধান্তগুলি পর পর পেশ করিতেছি।

১। অধিকৃত আরব এলাকার জবরদখল বিশ্বশান্তির প্রতি হুমকী স্বরূপ

ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় ইসরাইল কর্তৃক তিনটি আরব ইলাকার অবিরাম জবর দখল জাতিসঙ্ঘ সনদের বিরোধী এবং জাতিসঙ্ঘের প্রস্তাব অমান্য করিয়া ইসরাইল অধিকৃত ইলাকার উপর জবর দখল অব্যাহত রাখিয়াছে। ইসরাইল কর্তৃক এই জবর দখল বিশ্বশান্তির প্রতি স্থায়ী হুমকী স্বরূপ। প্রস্তাবে অবিলম্বে অধিকৃত আরব ইলাকা হইতে ইসরাইলী ফৌজ প্রত্যাহারের দাবী জানান হয়।

২। ফেলিস্তিন প্রশ্ন

সম্মেলনের প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয়, মধ্য-প্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের জন্য ফেলিস্তিন-বাসীদের নিরঙ্কুশ অধিকারের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন অবশ্য স্বীকার্য, সম্মেলনে ফেলিস্তিনের বিতাড়িত অধিবাসীদের তাহাদের জবরদখলকৃত আবাসভূমিতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগদানের ন্যায় সঙ্গত অধিকার দাবী করা হয় এবং তাহাদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সমর্থনের পুনরাবৃত্তি করা হয়। সম্মেলনে ফেলিস্তিন বাসীদের ন্যায্য সংগ্রামের প্রতি যোগদানকারী রাষ্ট্রসমমূহের প্রতি রাজনৈতিক, নৈতিক ও বৈষয়িক সমর্থন আরও জোরদার করার দৃঢ় সঙ্কল্প নূতন করিয়া ঘোষণা করা হয়। মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে ফেলিস্তিন মুক্তি সংগ্রামের প্রতিনিধিদের দফতর স্থাপনের সুযোগ প্রদানের আহ্বান জানান হয়, সম্মেলনে ইহুদী সম্প্রসারণ-বাদী আন্দোলনকে উহার হানাদারী মনোভাব ও সম্প্রসারণ বিশ্ব শান্তির বিঘ্ন স্বরূপ এবং মানবীয় সকল মহৎ ধ্যান-ধারণার বিরোধী বলিয়া নিন্দা করা হয় এবং ফেলিস্তিন প্রশ্নে জাতিসঙ্ঘের প্রস্তাব কার্যকরী করার দাবী জানান হয়।

৩। জর্দান ফেলিস্তিন সম্পর্ক

সম্মেলনে জর্দান সরকার এবং ফেলিস্তিন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মুক্তি সংস্থার মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কায়রো আম্মান চুক্তির প্রতি সন্তোষ জ্ঞাপন এবং উভয়ের সাধারণ দুশমন ইহুদী সম্প্রসারণবাদীদের বিরুদ্ধে সংযুক্ত প্রচেষ্টার সমন্বয় সাধনের প্রতি সমর্থন জানাইয়া উভয়কে ভিতরে বাহিরে সর্বতোভাবে চুক্তিটি মানিয়া চলার আহ্বান জানান হয়।

৪। আল-আক্সা দিবস

সম্মেলনে আগামী বৎসর ২১শে আগষ্ট যথাযোগ্যভাবে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র আল্-আক্সা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৫। গিনি প্রজাতন্ত্রের উপর পর্তুগালের হানাদারীর নিন্দা

গিনি প্রজাতন্ত্রের উপর অন্যায় আক্রমণ এবং গিনিবাসীর উপর নির্যাতন চালানোর জন্য পর্তুগালের নিন্দা করিয়া গত ৫ই ডিসেম্বর জাতিসঙ্ঘে নিরাপত্তা পরিষদে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তৎপ্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান হয়। গিনি প্রজাতন্ত্রের জনসাধারণ এবং তাহাদের নেতা প্রেসিডেন্ট আহমদ সেকুতুর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া সম্মেলনে উল্লেখ করা হয় যে, মুসলিম জাহানের সংহতি প্রতিষ্ঠা এবং আফ্রিকাকে আজাদ করার উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে তাহারা যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে উহার প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করা হইবে। গিনি প্রজাতন্ত্রকে বৈষয়িক দিক দিয়া সাহায্য সহযোগিতা প্রদানের জন্য সম্মেলনে যোগদানকারী সকলের প্রতি আহ্বান জানান হয়।

৬। আন্তর্জাতিক মুসলিম ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্য উন্নয়ন

একটি ইসলামী ব্যাঙ্ক অথবা একটি ইসলামী ব্যাঙ্ক ফেডারেশন স্থাপনের জন্য পাকিস্তান ও যুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র যে প্রস্তাব পেশ করিয়াছে, সম্মেলনে উহা পরীক্ষা করিয়া দেখার পর গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটি সম্পর্কে একটি ব্যাপক সমীক্ষা পরিচালনার জন্য যুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই দেশ আগামী ৬ মাসের মধ্যে সম্মেলনের সেক্রেটারী জেনারেলের নিকট সমীক্ষার ফলাফল পেশ করিবে। ইহার পর সেক্রেটারী জেনারেল এই সমীক্ষা সদস্য দেশগুলির নিকট প্রেরণ করিয়া এ ব্যাপারে তাহাদের লিখিত মন্তব্য পাঠাইবেন। সদস্য দেশগুলির মন্তব্য পাওয়ার পরই ইহা আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পরবর্তী সম্মেলনে পেশ করা হইবে। সম্মেলনের যে কোন সদস্য দেশ এই সমীক্ষা কার্যে যোগদান করিতে পারিবে এবং এক্ষেত্রে তাহাদিগকে পূর্বাহ্নে নিজ নিজ বিশেষজ্ঞ-প্রতিনিধিদের নাম ধাম সেক্রেটারী জেনারেলের নিকট পাঠাইতে হইবে। সেক্রেটারী জেনারেল এক মাসের মধ্যে যুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের নিকট এই সব প্রতিনিধির নাম জানাইবেন যাহাতে যথাশীঘ্র সম্ভব সমীক্ষার কাজ আরম্ভ করা যায়।

৭। আন্তর্জাতিক ইসলামী বার্তা সংস্থা

একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী বার্তাসংস্থা প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে সেক্রেটারীয়েটের নিকট প্রস্তাবাদি পেশ করার জন্য সম্মেলন সদস্য দেশগুলিকে অনুরোধ করিয়াছেন। সেক্রেটারী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জেনারেলকেও এই মর্মে অনুরোধ করা হইয়াছে যে, তিনি যেন সদস্য দেশগুলির বিশেষজ্ঞ-প্রতিনিধিদের লইয়া এ ব্যাপারে একটি বৈঠক অনুষ্ঠান করেন এবং এই বৈঠকের রিপোর্ট সম্মেলনের তৃতীয় সাধারণ অধিবেশনে পেশ করেন। বিশেষজ্ঞদের বৈঠক ইরাণের রাজধানী তেহরানে শাহানশাহের আমন্ত্রণক্রমে অনুষ্ঠিত হইবে।

৮। ইসলামী তাহ্‌জিব ও তমদ্দুন

রাবাত শীর্ষ সম্মেলনের আলোচনার কথা উল্লেখ করিয়া বিশ্বে ইসলামী তাহজিব-তমদ্দুনের উন্নতি বিধানের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইসলামী তমদ্দুনিক কেন্দ্রসমূহ স্থাপনের জন্য যে সব প্রস্তাব পেশ করা হইয়াছে, সম্মেলনে উহার প্রতি স্বাগত জানান হয়। এ বিষয়ে সেক্রেটারী জেনারেলকে অনুরোধ করা হয় যে, তিনি যেন তমদ্দুনিক কেন্দ্রসমূহ স্থাপনের ব্যাপারে সমীক্ষা পরিচালনার জন্য সদস্য দেশগুলির বিশেষজ্ঞ-প্রতিনিধিদের লইয়া একটি সম্মেলনের আয়োজন করেন এবং এই সম্মেলনের রিপোর্ট ইসলামী সম্মেলনের তৃতীয় সাধারণ অধিবেশনে পেশ করেন। মরক্কো সরকারের আমন্ত্রণ অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ-প্রতিনিধিদের এই বৈঠক রাবাতে অনুষ্ঠিত হইবে।

৯। ড্রাফ্‌ট চার্টার

ইসলামী কনফারেন্সের মৌলনীতি, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং কার্যসীমার নির্ধারণ এবং কার্যবিধি পরিচালনার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়নের জন্য সম্মেলন সেক্রেটারী জেনারেলকে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বনের সুপারিশ জ্ঞাপন করে।

সেক্রেটারী জেনারেল (১) এক মাসের মধ্যে উদ্দেশ্য, মৌলনীতি ও কার্য পরিচালনা বিধির মুসাবিদা প্রণয়ন করিয়া অংশ গ্রহণকারী রাষ্ট্র সমূহে উহা প্রেরণ পূর্বক তাহাদের মন্তব্য আহ্বান করিবেন, (২) চারি মাসের মধ্যে উক্ত মুসাবিদা পরীক্ষা ও সমীক্ষার জন্য জেদ্দায় অংশ গ্রহণে ইচ্ছুক সদস্যদের একটি বৈঠক আহ্বান করিবেন এবং (৩) এই বৈঠকের অনুমোদিত ড্রাফ্‌ট চার্টার আগামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলনে অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন।

জেদ্দায় সেক্রেটারীয়েটের দফতর সউদী আরবের পররাষ্ট্র বিভাগের প্রদত্ত ভবনে শীঘ্রই স্থাপিত হইবে। সেক্রেটারী জেনারেল শীঘ্রই জেদ্দায় গমনপূর্বক সউদী আরব সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং অপরাপর মুসলিম রাষ্ট্র সমূহের রাষ্ট্রদূতগণের পরামর্শক্রমে দফতর সংক্রান্ত যাবতীয় প্রাথমিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। দফতর পরিচালনার ব্যয়ভার সদস্যরাষ্ট্র বর্গ নির্ধারিত অংশ মতে বহন করিবেন। প্রাথমিক ব্যয়বহনের দায়িত্ব সউদী আরব গ্রহণ করিয়াছেন।

১০। খৃষ্টান সহযোগিতা

সম্মেলনে গৃহীত অপর একটি প্রস্তাবে ধর্ম স্থানের পবিত্রতা সংরক্ষণে খৃষ্টানদের সমর্থন জ্ঞাপনের জন্য সন্তোষ প্রকাশ করা হয় এবং মানবীয় আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সংরক্ষণ ও দৃঢ়করণে মুসলিম খৃষ্টান সহযোগিতাকে স্বাগত জানান হয়।

১১। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তৃতীয় মুসলিম পররাষ্ট্র সম্মেলন আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মুসলিম বিশ্ব বর্তমানে যে সব সমস্যায় ভারাক্রান্ত তাঁর প্রতিকারের জন্য মুসলিম দেশগুলির মধ্যে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ও মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয়তা বহু পূর্বেই তীব্রভাবে অনুভূত হইলেও, নানা কারণ তাহারা এতদিন একত্রিত হইতে পারে নাই। আদর্শ ও স্বার্থের সংঘাত ছাড়াও পাশ্চাত্য ও কম্যুনিষ্ট শক্তি ব্লকগুলিও ছিল এই সমাবেশ ও মিলনের অন্তরায়। ইসরাইলের হাতে আরব রাষ্ট্রগুলির লজ্জাস্কর পরাজয়ও তাহাদিগকে একত্রিত করিতে পারে নাই। অবশেষে ইসরাইল কর্তৃক আরব ইলাকা সমূহের দীর্ঘস্থায়ী জবরদখল এবং তৎসহ বায়তুল মুকাদ্দসের অপবিত্রকরণ তাহাদিগকে মিলিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দেয়। সব বাধা অতিক্রম করিয়া তাহারা যে এখন মিলিত হইতে পারিতেছে এবং একত্রে বসিয়া সকলের স্বার্থসংশ্লিষ্ট এবং উন্নয়নমূলক বিষয়গুলি সম্পর্কে খোলা মনে আলোচনা করিতে পারিতেছে ইহাও কম লাভ নয়।

পূর্ববর্তী দুইটি অধিবেশনে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছিল এবার করাচীর অধিবেশনে সেখানেই স্থির না থাকিয়া আরও কয়েকটি অগ্রবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে। উক্ত পদক্ষেপগুলির মধ্যে তিনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১। **ইসলামী সেক্রেটারীয়েট স্থাপন,**

২। মুসলিম বিশ্বব্যাঙ্ক ও

৩। মুসলিম বার্তা সরবরাহ সংস্থা স্থাপন সম্পর্কে নীতিগতভাবে সকলের সম্মতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

১। ইসলামী সেক্রেটারীয়েট ঃ

পাকিস্তান এবং ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক যুগ্মভাবে প্রস্তুত সেক্রেটারীয়েটের কাঠামো সম্মেলন কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। ইসলামী সেক্রেটারীয়েট এতদিন ছিল কল্পরাজ্যে এখন উহা বাস্তব জগতে নামিয়া আসিয়াছে। সেক্রেটারী জেনারেল টুঙ্কু আবদুর রহমান শীঘ্রই জেদ্দা গমন করিয়া সউদী আরবের পররাষ্ট্র বিভাগের সহিত পরামর্শক্রমে সেক্রেটারী স্থাপনের প্রাথমিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

এই সেক্রেটারীয়েটের ব্যয় বহন করিবেন সকল সদস্য রাষ্ট্র মিলিত ভাবে। করাচী সম্মেলনে স্থির হইয়াছে প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের দেয় চাঁদার পরিমাণ হইবে ১০ হাজার ডলার। সউদী আরব এবং ইরাণ প্রত্যেকে আরও অতিরিক্ত ২৫ হাজার ডলার দেওয়ার কথা ঘোষণা করিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত বড় অথবা সমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলির নিকট হইতে অনুরূপ অতিরিক্ত অর্থের আশা করা যাইতে পারে। ফলে প্রথম বছরেই ৬।৭ লক্ষ ডলার অনায়াসে সংগৃহীত হইয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। ১৯৭১ সালের খরচ নির্বাহের জন্য বাজেট করা হইয়াছে সাড়ে চারি লক্ষ ডলার।

২। বিশ্বমুসলিম ব্যাঙ্ক ঃ

বিশ্ব মুসলিম ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার কাজটি খুব সহজ কাজ নয়। মুসলিম দেশগুলির অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক উন্নয়ন এবং উহার প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার যেমন প্রয়োজন রহিয়াছে, তেমনই উহা প্রতিষ্ঠার পূর্বে অনেক কিছু পরীক্ষা নীরিক্ষার প্রয়োজন রহিয়াছে। আবার উহা যাহাতে ইসলামী নীতির সহিত সুসমঞ্জস হয়,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উহার প্রতিষ্ঠার পর যাহাতে মুসলিম বিশ্বের সকল সদস্যরাষ্ট্রের জন্য ফলদায়ক হয়, উহা সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত হয়, তজ্জন্য অনেক ভাবনা চিন্তা এবং বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে আলাপ আলোচনার প্রয়োজন রহিয়াছে। প্রস্তাবিত ব্যাঙ্কের সুযোগ সুবিধা, কার্যক্রম, পরিচালন পদ্ধতি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে গভীর ভাবে বিবেচনার পরই উহা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা যাইতে পারে। উপরোক্ত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রস্তাবক যুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের উপর একটি ব্যাপক সমীক্ষা পরিচালনার ভার দেওয়া হইয়াছে। সমীক্ষার উপর অন্যান্য রাষ্ট্রের মন্তব্য আহ্বান করা হইবে। চূড়ান্ত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত পরবর্তী সম্মেলনে গৃহীত হইবে।

৩। বিশ্ব মুসলিম বার্তা সরবরাহ সংস্থা

বর্তমান জগতে সংবাদপত্রের ভূমিকা কত বেশী গুরুত্বপূর্ণ তাহা বুঝাইয়া বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমান জগতে বার্তা সরবরাহ সংস্থাগুলির পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ভার সম্পূর্ণরূপে ইহুদী, খৃষ্টান ও কম্যুনিষ্টদের হাতে। ফলে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় এবং তাদের জীবন, ধর্ম, অর্থনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য, ইতিহাস, তাহযীব, তমদ্দুন ও কৃষ্টি কালচারের সহিত সংশ্লিষ্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলি অতি অল্পই প্রচারিত হইয়া থাকে। ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের ছোট বড় সব রকম সংবাদ, মানুষের নৈতিক চরিত্রের উপর অপপ্রভাব বিস্তারকারী অশালীন ও বিকৃত রুচির খবরাখবর এবং অন্যান্য বহু তুচ্ছাতিতুচ্ছ সংবাদ অহরহ সরবরাহ করা হয়, অথচ মুসলিম বিশ্বের অনেক জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আমরা ঐ সব বার্তা সংস্থাগুলির মাধ্যমে লাভ করিতে পারি না। ফলে আমরা পাশ্চাত্য এবং কম্যুনিষ্ট দেশগুলি সম্বন্ধে আমরা যতটা ওয়াকেফহাল হইতে পারি, আমাদের ভ্রাতৃদেশ মুসলিম রাষ্ট্রগুলি এবং বিশ্বের মুসলিম ভ্রাতাদের সম্পর্কে তার এক দশমাংশও জানিতে পারিনা। পত্রিকা পাঠ করিয়া আমরা কম্যুনিজম, সোশিয়ালিজম, ফ্যাসিজম, ক্যাপিটালিজম সম্পর্কে যতটা জ্ঞান লাভ করিতে পারি ইসলাম সম্পর্কে উহার এক ভগ্নাংশও লাভ করিতে পারি না। আর যাহাও পাই তাহাও অনেক খণ্ডিত ও বিকৃত আকারে যাহা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে পরিবেশিত হইয়া থাকে। ভাল বিষয়ও পরিবেশনা বৈগুণ্যে মুসলিম পাঠক হৃদয়ে অপপ্রভাব বিস্তারের সমূহ আশঙ্কা থাকে। ইহা রীতিমত দুরভিসন্ধিমূলক এবং একান্তভাবেই অবাঞ্ছিত। মুসলিম বার্তা সংস্থা গঠিত হইলে এই অবাঞ্ছিত অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অনেক খবর যেমন পাওয়া যাইবে তেমনই তাহাদের ঐক্য, সংহতি, সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধির পক্ষে উহা সহায়ক হইবে।

এই বার্তা সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হইলে যে সব সুবিধা আমরা লাভ করিব তাহার একটি দৃষ্টান্ত পেশ করিতেছি। প্রতি বৎসর হজ্বের সময় পৃথিবীর সর্ব প্রান্ত হইতে লক্ষ লক্ষ মুসলমান মক্কা মুয়ায্যমা, মীনা, আরাফা, এবং মদীনা মুনাওওয়ারার সমবেত হয়। এই উপলক্ষে বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃসঙ্ঘের সংহতি ও ঐক্যের যে মনোরম দৃশ্য প্রকটিত হয় জগতের কুত্রাপি তাহা দেখিতে পাওয়া যাইবে না। কিন্তু আমরা

www.ahlehadeethbd.org

পত্রিকার পৃষ্ঠায় উহার কোন চিহ্নই দেখিতে পাইনা। ইহা ছাড়া প্রায় শতাবধি রাষ্ট্রের বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন আকৃতির ও বিভিন্ন ভাষা বিচিত্র মানব সমাজের পারস্পরিক মিলনে ও আলাপ আলোচনায় যে আত্মিক নৈকট্য ও একাত্মবোধ জাগ্রত হয় আমরা উহার কোন বিবরণ, কোন অলোচনা, কোন সমীক্ষা, কোন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই না। কারণ ইহুদী খৃষ্টান কম্যুনিষ্ট পরিচালিত বার্তা সরবরাহ সংস্থা উহা প্রচার করেনা বা করিতে পারে না। হজ্বের বিশ্ব মুসলিম মহা সম্মেলনে সউদী আরবের বাদশাহ, অন্যান্য কর্মকর্তা এবং সমবেত বিদ্বজ্জন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ও বিভিন্ন সুযোগে যে সব মূল্যবান ভাষণ প্রদান করেন, উহারও কিছুই আমরা জানিতে পারি না। প্রস্তাবিত বার্তা সংস্থা গঠিত হইলে উহার সংবাদ পরিবেশকগণ এই ধরণের সংবাদ ও চিত্র অবশ্যই পরিবেশন করিবেন এবং আমাদের সংবাদ পত্রগুলির পৃষ্ঠায় আমরা উহা পড়ার ও দেখার সুযোগ লাভ করিব। ইহাতে একদিকে যেমন হজ্বের পুণ্যকর্মের প্রতি আমাদের অনেকের আকর্ষণ বাড়িবে, তেমনই ঘরে বসিয়াই বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধ আমরা অনুপ্রাণিত হওয়ার সুযোগ লাভ করিব। সুতরাং বিশ্ব মুসলিম বার্তা সংস্থা গঠনের নীতিগত সিদ্ধান্ত যে মুসলিম বিশ্বের কল্যাণে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

এই ব্যাপারটি বিশ্ব মুসলিম ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার ন্যায় অত জটিল, কঠিন এবং বেশী বিবেচনা ও সমীক্ষা সাপেক্ষ নয় বলিয়াই আমাদের ধারণা। আমরা আশা করি তেহরাণে এই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের যে বৈঠক আহ্বানের কথা সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবে বলা হইয়াছে তাহা শীঘ্রই আহূত হইবে এবং সেখানে উক্ত সংস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যকর সুপারিশ পেশ করা হইবে।

অন্যান্য প্রস্তাব

বায়তুল মুকাদ্দস ও জেরুজালেম সহ জর্দান, মিসর, সিরিয়া ও ইরাকের ইসরাইল কর্তৃক জবরদখলকৃত এলাকার পুনরুদ্ধার, বাস্তহারা ফেলিস্তিনবাসীদের স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন ও আত্মনিয়ন্ত্রাধিকারের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি প্রস্তাব গুলি নূতন কিছু নয়। উহা রাবাত ও জেদ্দা সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলিরই কম বেশী পুনরাবৃত্তি। শুধু আরবদের চেষ্টায় এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি বিশেষ করিয়া সোভিয়েট রাশিয়ার সাহায্যেই যে আরবদের সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় এই বোধ আরবদেশগুলির কিছুটা জাগ্রত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই বোধ ও অনুভূতি এখনও দ্বিধা ও সন্দেহমুক্ত নয়।

এক সাফল্য অপর সাফল্যের জনক। ইসলামী সেক্রেটারীয়েট উহার উদ্দেশ্যগুলিকে যদি ক্রমে ক্রমে সফল করিয়া তুলিতে পারে, তাহা হইলে আরও বহু সাফল্য ও সম্ভাবনার দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া যাইবে। যে সব রাষ্ট্র এখন পর্যন্ত ইসলামী শীর্ষ অথবা পররাষ্ট্র সম্মেলনে যোগদান করে নাই এবং ইসলামী সেক্রেটারীয়েট স্থাপনে আগ্রহ প্রদর্শন করে নাই আশা করি তখন তাহারাও আগাইয়া আসিবেন এবং বিশ্ব মুসলিম ঐক্যেজোটে শামিল হইবেন। ইসলামী সেক্রেটারীয়েট উহার লক্ষ্যপথে আগাইয়া চলুক, বিশ্ব মুসলিম ঐক্যপ্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হউক। মুসলিম দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা বর্ধিত হউক আমরা এই কামনা করি।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পরিশেষে করাচীর মুসলিম পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলনের ত্রুটীবিচ্যুতি এবং কোন কোন মতে উহার ব্যর্থতা সম্পর্কে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন।

কাশ্মীর সমস্যাকে উক্ত সম্মেলনের আলোচ্য-সূচীর অন্তর্ভুক্ত না করায়, ভারতে মুসলিম গণ হত্যার ভয়াবহতাকে গুরুত্ব না দেওয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানের কোন কোন পত্রিকায় বিশেষ করিয়া ভুট্টো সমর্থক দুই একটি পত্র পত্রিকায় মুসলিম পররাষ্ট্র সম্মেলনকে অভিহিত করা হইয়াছে। সম্মেলনে উক্ত দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছাড়াও সাইপ্রাস প্রশ্ন ও এরোত্রিয়ায় আবিসিনিয়া কর্তৃক মুসলিম নির্যাতনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। ইহা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। এজন্য চেষ্টা করা হয় নাই এমন নয়। বিশেষ করিয়া কাশ্মীর ও ভারতীয় মুসলমানদের সমস্যাকে আলোচ্য-সূচীর অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তদানীন্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নওয়াব জাদা শের আলী খান খুবই আগ্রহী ছিলেন। মুসলিম ঐক্যের জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট ও অতি উৎসাহী শের আলী খান এই ব্যাপারে ব্যর্থ হওয়ার জন্যই নাকি পদত্যাগ করিয়াছেন—এমন একটি খবর প্রকাশিত হইয়াছিল। আজাদ কাশ্মীরের বর্তমান প্রেসিডেন্ট সর্দার আবদুল কাইয়ুম খান সম্মেলনের সময় স্বয়ং করাচীতে উপস্থিত থাকিয়া এ জন্য প্রবল চেষ্টা চালান। করাচীস্থ কাশ্মীরবাসী এবং পাকিস্তানীগণ বিক্ষোভ মিছিলের মাধ্যমে এই ব্যাপারে সম্মেলনের দৃষ্টি আকর্ষণ ও জোর দাবী জানান। কিন্তু শেষ পর্যন্তও ভারতের সঙ্গে প্রীতির ডোরে সংযুক্ত কতিপয় মুসলিম রাষ্ট্রের অসম্মতিতে উক্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় নাই। ইহা নিঃসন্দেহে মুসলিম পররাষ্ট্র সম্মেলনের জন্য একটি ব্যর্থতা এবং আমাদের জন্য খুবই বেদনা দায়ক। কিন্তু সম্মেলনের ভবিষ্যত ভাবিয়া পাকিস্তান সরকার এই ব্যাপারে জেদ ধরিয়া থাকে নাই। পাকিস্তান ছিল এই সম্মেলনের মেজবান রাষ্ট্র। উহার উপর জেদ ধরিয়া থাকিলে হয়ত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা ও তৎ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যাহত হইত এবং সমস্ত সম্মেলনটাই হয়ত পণ্ড হইয়া যাইত। পাকিস্তানে আহূত সম্মেলনের সামগ্রিক ব্যর্থতার দায়িত্ব তখন পাকিস্তানের উপরেই চাপান হইত। বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পাকিস্তান ধৈর্য্য ও সহনশীলতার যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে উহাকে নিন্দনীয় বলা চলে না।

www.ahlehadeethbd.org

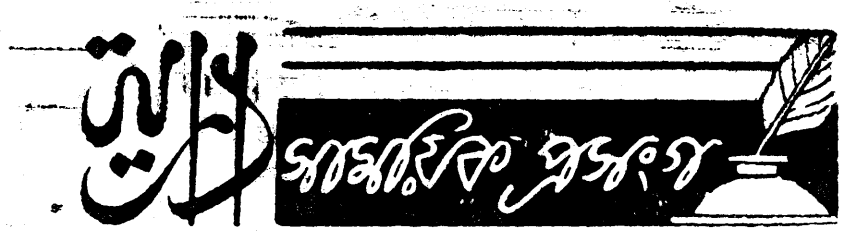

পাকিস্তানের আঈনের মূলনীতি

পাকিস্তানের কন্‌স্টিটিউশান বা আঈনের মূল নীতি কি হইবে তাহা লইয়া নির্বাচনের বহুপূর্ব হইতেই নানা কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ বলেন, ইসলামী মূল নীতি হইবে, কেহ বলেন সোশ্যালিজম বা সমাজতন্ত্রবাদের উপর উহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে, কেহ বলেন সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ হইবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি, যাহা হউক, নির্বাচনের পরে খবরের কাগজে দেখা যায় যে, হাযারভী মওলানা নাকি ঘোষণা করেন যে, ইসলামী আঈন ছাড়া অন্য কোন আঈন বরদাশত করা যাইবে না। এ সম্পর্কে প্রধান দুই দলের এক দলের নেতা জনাব ভুট্টো বলেন যে, তিনি কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কোনআঈন পাশ হইতে দিবেন না। সেই সঙ্গে তিনি বলেন যে, জনাব শায়খ সাহেবও এই মত সমর্থন করেন।

এখন প্রশ্ন এই যে, ইসলামী আঈন একজন সরাসরি দাবী করিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাঁহার এই দাবীটি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম না। তিনি কি এই ইসলামী আঈনের কথা বলিয়া পাকিস্তানে হানাফী আঈন চালু করিতে চান। একমাত্র হানাফী আঈনই কি ইসলামী আঈন? তিনি কি শিয়া আঈনকে ইসলামী আঈনের বহির্ভূত মনে করেন? তিনি কি আহলুল হাদীসের অনুসৃত আঈনকেও ইসলামী আঈনের বহির্ভূত জ্ঞান করেন?

অনুরূপভাবে আওয়ামী লীগ ও পিপল্‌স্ পার্টির নেতাদের নিকটও আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, সত্য সত্যই কি তাঁহারা কুরআন ও সুন্নার স্পষ্ট নির্দেশের বিরোধী কোন আঈন পাশ হইতে দিবেন না? আমাদের বিশ্বাস তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবেন। এই বিশ্বাসেই বিশ্বাসী হইয়া আমরা তাঁহাদের নিকট এই আবেদন জানাই যে, তাঁহারা পাকিস্তানের শিয়া, সুন্নী, হানাফী, (দেওবন্দী, বারেলভী, আশরাফী), আহলুল হাদীস এই দলগুলির কোন একটি বিশেষ দলকে সমর্থন করিবেন না—বরং এমন আঈন পাশ করিবেন যেন উহা কুরআন ও সুন্নার খাঁটি ও নির্ভেজাল আদেশ নির্দেশ ও অনুশাসনের বিরোধী না হয়। কুরআন ও সুন্নার নামে আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলেরই আদেশ যেন মান্য করা হয়, অপর কোন ব্যক্তি বিশেষের মতকে কুরআন ও সুন্নার উপর প্রাধান্য দেওয়ার কারসাজীকে পণ্ড করা হয়। এই জন্য তাঁহাদিগকে এমন সব আলিমের একটি পরামর্শ কমিটি গঠন করিতে হইবে যাঁহারা পাকিস্তানী মুসলিমদের সকল মাযহাব ও সকল মত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ এবং সকল মতের প্রতি তাঁহার সমান উদার দৃষ্টি রহিয়াছে। এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পরে করা হইবে।

ঈদুল আযহা

ঈদুল আযহা আগত প্রায়। যাঁহারা এই বৎসর হজ্জ করিতে যাইতে পারেন নাই তাঁহাদের প্রতি আমাদের সমবেদনা জানাইতেছি। এই সঙ্গে আমরা হাজীদের অনুকরণে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাদিগকে যে সব অনুষ্ঠান পালন করিবার নির্দেশ দিয়াছেন তাহা পালন করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে অনুরোধ করিতেছি।

www.ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

জমঈয়তের প্রাপ্ত স্বীকার, ১৯৭০

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মার্চ মাস

যিলা ঢাকা

দফতরে ও মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। আলহাজ মোহাঃ ফযলুর রহমান নাজিরা বাজার ঢাকা ২ কুরবানী ২০৲ ২। আলহাজ মোহাঃ আফযালুদ্দিন আহমাদ সাং তেঁতুলিয়া পোঃ আমদিয়া ফিৎরা ৫৲ ও কুরবানী ৮৲ ৩। ভাউরাইদ জামাতের তরফ হইতে মারফত মোহাঃ রুকুনুদ্দীন মিঞা সাং ভাউরাইদ পোঃ দক্ষিন সালনা ফিৎরা ১০৲ কুরবানী ১০৲ ৪। এম, এ, খালেক, সাং তেজকুনী পাড়া পোঃ তেজগাঁও কুরবানী ৫৲ ৫। রানীপুরা জামাত হইতে মারফত আবদুর রহমান পোঃ বোর্নী কুরবানী ১০৲

আদায় মারফত সায়াদাতুল্ল মাষ্টার

৬। আলহাজ মোহাঃ কলিমুদ্দিন তেঁতুলিয়া পোঃ ধামরাই যাকাত ১০৲ ৭। আলহাজ মোহাঃ কামালউদ্দিন যাকাত ৫৲ ৮। মোহাঃ রমিজউদ্দিন সাং শরিফবাগ পোঃ ধামরাই এককালীন ২৲ ৯। মোহাঃ আজিজুল হক, ইকুরিয়া কুরবানী ৫৲ ১০। মোহাঃ মুছামিঞা ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲ ১১। হাজী মোহাঃ আজম আলী তেঁতুলিয়া কুরবানী ১৲ ১২। ইকুরিয়া পশ্চিম পাড়া জামাত হইতে আলহাজ মোহাঃ তাজউদ্দিন কুরবানী ৫০৲
১৩। মোহাঃ সলিমউদ্দিন সরকার ধামরাই কুরবানী '৪৫
১৪। মোহাঃ নগর আলী বেপারী তেঁতুলিয়া কুরবানী '৫০
১৫। মোহাঃ কামালউদ্দিন ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲
১৬। মোহাঃ রোস্তম আলী মিঞা ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲
১৭। হাজী মোহাঃ সবদর আলী ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲
১৮। মোঃ জাকের আলী বেপারী ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲
১৯। মোঃ আবুল হোসেন মিয়া ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲
২০। মোঃ যিনাতুল্লাশাহ বেপারী ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲
২১। মোঃ আমানউল্লাহ বেপারী ঠিকানা ঐ কুরবানী '৫০
২২। মোঃ নওয়াব আলী বেপারী ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲
২৩। মোঃ সাহেব আলী বেপারী ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲
২৪। মাষ্টার মোঃ হাফীজুল্লাহ ঠিকানা ঐ কুরবানী ৩৲
২৫। আলহাজ মোহাঃ ওয়ায়েজুদ্দিন ঠিকানা ঐ কুরবানী ২'৫০ ২৬। অবদুল আলী বেপারী ঠিকানা ঐ কুরবানী ২'৫০ ২৭। মোঃ জিয়াউদ্দিন বেপারী ইকুরিয়া ধামরাই কুরবানী ২৲ ২৮। আবুল কাসেম ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ২৯ মওলানা মোহাঃ বছিরউদ্দিন ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲

আদায় মারফত
মওলবী মোঃ তাজউদ্দিন সাহেব
সাং ইকুরিয়া পোঃ ধামরাই

৩০। আবদুল করিম বেপারী সাং ইকুরিয়া কুরবানী ২৲ ৩১। হাজী মোহাঃ সাবেদ আলী ঠিকানা ঐ কুরবানী ৩৲ ৩২। হাজী মোঃ রুকুন আলী ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲ ৩৩। আবদুর রহমান ঠিকানা ঐ কুরবানী ৲ ৩৪। হাজী আব্‌র রাজ্জাক ঠিকানা ঐ কুরবানী ৭৲ ৩৫। মোঃ মফিজুর রহমান ঠিকানা ঐ কুরবানী ৫৲ ৩৬। মন্ছুর রহমান ঠিকানা ঐ কুরবানী '৫০ ৩৭ আবদুর রব ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ৩৮। হাজী মোহাঃ ওয়াজউদ্দিন ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲ ৩৯। মোহাঃ মিরাজ উদ্দিন শরিফবাগ জামাত হইতে কুরবানী ১৲ ৪০। মোহাঃ আবদুল ওয়াহাব খান ইকুরিয়া নদিপারপাড়া কুরবানী ২৲ ৪১। মোঃ ওফাজ উদ্দিন শরিফবাগ জামাত কুরবানী ১৭৲ ৪২। মোহাঃ কলিম উদ্দিন ঠিকানা ঐ কুরবানী ১২৲ ৪৩।

www.ahlehadeethbd.org

মোহাঃ মিনুস উদ্দিন ঠিকানা ঐ কুরবানী ৬৲ ৪৪। মোহাঃ কাজিম উদ্দিন আশুলিয়া জামাত হইতে কুরবানী ৪৲ ৪৬। মোহাঃ হাফিয উদ্দিন, ডেমরান তিন আনিপাড়া কুরবানী ২৲ ৪৬। মোঃ আবদুল কাইউম বেপারী ইকুরিয়া নদিপার কুরবানী ১৲ ৪৭। হাজী মোহাঃ শেফাতুল্লাহ কুরবানী ৪৲ ৪৮। মোহাঃ আনামাতুল্লাহ ইকুরিয়া নদিপার কুরবানী১' ২৫ ৪৯। আবদুস সালাম আশুলিয়া কুরবানী ৪৲ ৫০। হাজী মোহাঃ আবদুর রাজ্জাক আশুলিয়া কুরবানী ১০৲ ৫১। আবদুল হক বেপারী আশুলিয়া জামাত হইতে কুরবানী ৫৲ ৫২। পিয়ার বখস আশুলিয়া তিনআনিপাড়া কুরবানী ২৲ ৫৩। আবদুল হাকীম শরিফবাগ জামাত হইতে কুরবানী ৪৲ ৫৪। মোহাঃ ছিদ্দিক হোসেন ইকুরিয়া পূর্বপাড়া কুরবানী ২৲।

যিলা মোমেনশাহী

দফতরে ও মনি অর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ মঈন উদ্দিন সরকার সাং সিন্দুরতলী পোঃ গিলাবাড়ী কুরবানী ১০৲ ২। আবদুস সবহান ষাইার সাং রায়েরপাড়া পোঃ উলিয়া বাজার কুরবানী ২৲ ৩। মোহাঃ নূর হোসেন মণ্ডল সাং বালীকুজ পোঃ বালীজুরী কুরবানী ৫৲ ৪। আলহাজ মওঃ মোহাম্মদ হোসেন চিথলিয়া পোঃ ঘোড়াদপ ফিৎরা ৩২৲ ৫। মোহাঃ জয়নাল আবেদীন, চরনিয়ামত পোঃ শামছুলাবাদ ফিৎরা ৪৲ কুরবানী ২৲।

যিলা টাঙ্গাইল

দফতরে ও মনি অর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। খন্দকার আবদুল মতিন প্রেসিডেন্ট আকালু শাখা জমঈয়তে আহলে হাদীস কুরবানী ৩৲। ২। বল্লা জামাত হইতে মারফত মৌঃ আবদুল আলী সাং বল্লা পোঃ বল্লা বাজার কুরবানী ৪৯৬'১২ ৩। মোহাঃ আবুল কালাম আনসারী ৬নং আমীন বাজার কুরবানী ৭৲ ৪। কুকুরিয়া চর জামাত হইতে মারফত আবদুল করিম ইবনে হাজী মোহাঃ তমিজউদ্দিন পোঃ খাশশাহজানী যাকাৎ ৩১'৭৫।

যিলা পাবনা

দফতরে ও মনি অর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। এম, ইব্রাহিম মিঞা কৃষ্ণপুর কুরবানী ২০৲ ২। মৌঃ মোহাঃ জসিমউদ্দিন সুপারেন্টেণ্ডেণ্ট পাবনা টেক্‌নিক্যাল কলেজ কুরবানী ৩৲। ৩। মোহাঃ নওসের আলী প্রামাণিক চর কামার খন্দ কুরবানী ১০৲।

যিলা কুষ্টিয়া

দফতরে ও মনি অর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ মহিউদ্দিন ওয়াষ্ঠার্ণ ডিভিশন ওয়াপদা এককালীন ৫৲ ২। মৌঃ আবদুস সামাদ দুর্গাপুর কুমারখালী কুরবানী ২৫৲

আদায় মারফত ডাঃ রহমতুল্লাহ সাহেব মেহের পুর এলাকা জমঈত হইতে দফতরে প্রাপ্ত

মওঃ মোহাঃ আলী মুদ্দিন সাহেব মারফতে

৩। মেহেরপুর আহলে হাদীস জামাত হইতে ফিৎরা ১০৲ ৪। উক্ত জামাত হইতে কুরবানী ৫৲ ৫। ডাঃ রহমাতুল্লাহ সাহেব বিভিন্ন ১০৲ ঐ উশর ৫৲।

যিলা রাজশাহী

দফতরে ও মনি অর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। আবদুর রহমান সাং ও পোঃ মুণ্ডমালা কুরবানী ৪৲ ২। মোহাঃ আইয়ুব আলী মিঞা সাং বোর্নি পোঃ কালীগঞ্জ হাট উশর ৩০৲ ৩। বুরুজ জামাতের তরফ হইতে মার্ফত মোহাঃ আইয়ুব আলী মিঞা ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২০৲ কুরবানী ১০৲ ৪। মোহাঃ শাহজাহান সাং ও পোঃ সাত পোওয়া কুরবানী ১০'২০ ৫। মোহাঃ ইয়াছিন আলী সাং তাতুঁরিয়া পোঃ খোর্দ্দ-মোহনপুর কুরবানী ১২৲ ৬। আল হাজ আবদুল ওয়াহেদ সাং ইলিস মারা পোঃ দেবীনগর কুরবানী ১০৲ ৭। মৌঃ মোহাঃ রহমতুল্লা প্রামাণিক সাং ও পোঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মাধনগর, এককালীন ৮৲ ৮। মোহাঃ মকবুল হোসেন মণ্ডল সাং ও পোঃ নামো শঙ্কর বাটী এককালীন ২০৲ ৯। মোহাঃ খায়ের উল্লাহ প্রামাণিক কায়েত পাড়া পোঃ বড় বেহানালী ফিৎরা ৩০৲ কুরবানী ১০৲ ১০। মোঃ বাহার আলী আন্ধারিয়া পাড়া পোঃ পাঙ্গরভাঙ্গা কুরবানী ১৫৲ ১১। হাজী মোঃ হারুনররসিদ, ভদ্রকুণ্ড পোঃ কালীগঞ্জ কুরবানী ২০৲ ১২। মুন্‌শী মোহাঃ লস্কর আলী প্রামাণিক সাং মানদাইল পোঃ বড় বিনদি কুরবানী ১০'৭০ ১৩। মণ্ডঃ মোহাঃ আমির হোসেন সরকার নদীপার বাহাদুর পাড়া সমাজ হইতে পোঃ ধামাইচহাট কুরবানী ১৯'৫০ ১৪। মোহাং রফাতুল্লাহ মিঞা, বড়বিহাণালী কুরবানী ৯৲।

আদায় মারফত

মণ্ডঃ মোহাঃ জোহাক সাহেব ও মোহাঃ যায়েদুর রহমান সাহেব, রাণীবাজার

১৫। আলহাজ শায়েখ আবদুল হামীদ কাযিরগঞ্জ যাকাত ২৫০৲ ১৬। মোহাঃ যায়েদুর রহমান, রানীর বাজার যাকাত ১০৲ ১৭। আবদুর রহমান রাণী বাজার যাকাত ১০৲ ১৮। মোহাঃ হাবিবর রহমান, ঘোড়ামারা, যাকাত ১০৲ ১৯। মৌঃ আইজউদ্দিন আহমেদ, যাকাত ৪০৲ ২০। হেরাস মোহাম্মদ, ঘোড়ামারা, ফিৎরা ৬৲ ২১। মোঃ হাবিবররহমান, রাণীবাজার, কুরবানী ১৲ ২২। আবদুর রহমান রাণী বাজার কুরবানী ৫৲ ২৩। মোঃ যায়েদুর রহমান, রাণীবাজার কুরবানী ৪৲ ২৪। মোঃ সাঈদুর রহমান চৌধুরী, কুরবানী ১৲ ২৫। মোহাঃ মনছুর রহমান সরকার মালোপাড়া কুরবানী ২৲ ২৬। মোহাঃ আলী হোসেন মুক্তার রাণী বাজার কুরবানী ৩৲ ২৭। মোহাঃ আনছার আলী, রাণী বাজার কুরবানী ২৲ ২৮। মোহাঃ আমিনুল ইসলাম, রাণী বাজার কুরবানী ৩৲ ২৯। মোহাঃ সাঈদুর রহমান, রাণী বাজার কুরবানী ৪৲ ৩০। আবদুল্লাহেল বাকী ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲ ৩১। মোহাঃ আতিকুর রহমান, বোয়ালিয়া পাড়া কুরবানী ৩৲ ৩২। মোহাঃ সেকান্দার আলী, রাণী বাজার কুরবানী ১৲ ৩৩। ডাঃ মোহাঃ লুৎফল হক, রাণী বাজার কুরবানী ১৲ ৩৪। মোহাঃ এসহাক কাজীরগঞ্জ কুরবানী ১'৫০ ৩৫। শাহাদতুল্লা ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ৩৬। আবদুল হামীদ ঠিকানা ঐ কুরবানী ৩৲ ৩৭। আবদুল খালেক, রাণী বাজার কুরবানী ১৲ ৩৮। মাহবুবর রহমান, মালোপাড়া কুরবানী ১৲ ৩৯। আলহাজ এস, এম আবদুল হামীদ, কাজিরগঞ্জ কুরবানী ৫৲ ৪০। মৌঃ মোহাঃ সাঈদুর রহমান, রাণী বাজার যাকাত ৫৲ ৪১। মোহাঃ সাইদুর রহমান ঠিকানা ঐ যাকাত ৩৲ ৪২। মোহাঃ সাঈদুর রহমান মুন্সী মুন্সীডাঙ্গা যাকাত ৫৲ ৪৩। মৌঃ মোহাঃ তাইজুদ্দিন ৪—৬ সাটিলাইট টাউন ফিৎরা ৫৲ ৪৪। মোহাঃ সাঈদুর রহমান চৌধুরী, মালোপাড়া কুরবানী ২৲ ৪৫। মোহাঃ এসহাক, কাজিরগঞ্জ, এককালীন ১৲ ৪৬। মোহাঃ ইসমাইল, নবাবগঞ্জ ফিৎরা ২৲ ৪৭। মোমেনা খাতুন স্বামী মোহাঃ জোহাক আলী, রাণী বাজার ফিৎরা ১৲ ৪৮। মোহাঃ সিরাজুল ইসলাম ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৲ ৪৯। এম, হক কাজিরগঞ্জ ফিৎরা ২৲ ৫০। আবদুওাওয়ার, ফুদকী পাড়া ফিৎরা ১৲ ৫১। মোহাঃ যছিমুদ্দিন, সিবইল এককালীন ৫৲ ৫২। ডাঃ মোহাঃ লুৎফল হক, রাণী বাজার ফিৎরা ১৲ ৫৩। আবদুল গাফফার, সাগরপাড়া ফিৎরা ১৲ ৫৪। মোহাঃ মুসলিম আলী খান, গনকপাড়া এককালীন ২৲ ৫৫। মোহাঃ সেকান্দার আলী, পাকিস্তান বুকষ্টল সাহেব বাজার এককালীন ৫৲ ৫৬। মোহাঃ মুহসিন আলী খান, আলুপাট্টি এককালীন ২৲ ৫৭। মোহাঃ হাবিবর রহমান মিঞা, রামচন্দ্রপুর এককালীন ৩৲ ৫৮। হাজী আবদুর রহমান হেতম খান কুরবানী ২৲ ৫৯। মৌঃ মোহাঃ আবদুল মান্নান, মিয়াপাড়া কুরবানী ২৲ ৬০। হাজী মোহাঃ গিয়াসউদ্দিন বিশ্বাস, গনকপাড়া যাকাত ১০৲ ৬১। সেক্রেটারী জামাতে খাদেমুল ইসলাম গনকপাড়া কুরবানী ৩৲ ৬২। মোহাঃ সেকান্দার আলী এডভোকেট, সাগর পাড়া কুরবানী ২৲ ৬৩। মোহাঃ ফাইজুদ্দিন রাজশাহী পাবলিসিটী অফিস কুরবানী ২৲ ৬৪। আবদুল কুদ্দুস, হেতম খান, কুরবানী ১৲।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যিলা রংপুর

দফতরে ও মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। আবদুল বাকী মোল্লা, তেলিয়ান জামাত হইতে পোঃ বোনার পাড়া কুরবানী ১০৲ ২। মুন্সী আঃ সোবহান আখন্দ শীবপুর ইলাকা জমঈয়ত হইতে পোঃ সরদার হাট ফিৎরা ৩০৲ ৩। মোহাঃ আছির উদ্দিন আখন্দ সাং রসুলপুর পোঃ ছন্দিয়াপুর ফিৎরা ১০৲ ৪। মওঃ শাফায়াতুল্লাহ সাং শাখাহাটী বালুয়া মসজিদ কমিটি হইতে কুরবানী ১৫৲ ৫। আবদুল মালেক প্রধান, গোপালপুর জামাত হইতে কুরবানী ১০৲ ৬। মোহাম্মদ ময়েজ উদ্দিন সরদার শাহজানী জামাতের তরফ হইতে কুরবানী ১০৲ ৭। রংপুর টাউন জামাত হইতে মারফত মৌঃ মোহাঃ এসারতুল্লাহ মৌভাষা ঔষধালয় রংপুর টাউন কুরবানী ৬০৲ ৮। মোহাঃ আতীউর রহমান, বসন্তের পাড়া জামাত হইতে পোঃ জুমার বাড়ী ফিৎরা ৫৲ ৯। মোহাঃ আবদুর রহিম মৌভাষা ঔষধালয় সেন্ট্রাল রোড কুরবানী ৫৲ ১০। মৌঃ আবদুর রাজ্জাক বি, এ, বি, এড সেক্রেটারী কুপতলা আহলে হাদীস মসজিদ কুরবানী ৫০৲ ১১। মোহাঃ মহিম উদ্দিন সরকার সাং বাজিত নগর ফিতরা ৫৲ ১২। মোঃ আফতাব উদ্দিন মণ্ডল সাং টেপা পদম শহর পশ্চিম পাড়া জামাত হইতে কুরবানী ১০৲ ১৩। মোহাঃ গোলাম ওয়াহেদ, বাজিতপুর পোঃ চাঁদ পাড়া কুরবানী ৫৯'১০ ১৪। মোহাঃ এবারতুল্লাহ আখন্দ সাং শীবপুর পোঃ সরদার হাট কুরবানী ৫৲ ১৫। মারফত মৌঃ মোহাঃ সিরাজুল হক চাপাদহ পোঃ কুপতলা খোলাহাটী জামাত কুরবানী ২৯৲ চাপাদহ কুরবানী ৫০৲ ১৬। মোহাঃ মুহসিন আলী মণ্ডল সাং জলাইডাঙ্গা পোঃ গোপালপুর কুরবান ৫৲।

আদায় মারফত মৌঃ রহিম বখশ সরদার সাহেব সাং মতরপাড়া পোঃ শাখাটা

১৭। মৌঃ মোহাঃ জোহাক আলী অনন্তপুর জামাত হইতে ফিৎরা ৫৲ ১৮। মোহাঃ হোসেন আলী প্রধান পাঁচঘাটা জামাত হইতে ফিৎরা ৩৲ ১৯। মোহাঃ কায়েম আলী আখন্দ বামন নগর দক্ষিণ পাড়া ফিৎরা ৪৲ ২০। মোহাঃ কমর আলী সরকার গাছাবাড়ী পাঁচপাড়া জামাত হইতে ফিৎরা ২৲ ২১। মোহাঃ কেরামত আলী আখন্দ রামনগর উত্তরপাড়া জামাত হইতে ফিৎরা ৩৲ ২২। মোহাঃ মফীউদ্দিন, অনন্তপুর জামাত হইতে ফিৎরা ৪৲ ২৩। আবদুস সবুর সরদার কোচুয়া সরদার পাড়া জামাত হইতে ফিৎরা ৫৲ ২৪। মোহাঃ শওকাত আলী সরদার ফতুয়া পাঁচপাড়া জামাত হইতে ফিৎরা ৩৲ ২৫। মোহাঃ ময়েন উদ্দিন পণ্ডিত কোচুয়া মধ্যপাড়া জামাত হইতে ফিৎরা ২৲ ২৬। মোহাঃ পরশ উল্লাহ আখন্দ রামনগর চরপাড়া জামাত হইতে ফিৎরা ৪৲ ২৭। মোহাঃ ময়েন উদ্দিন সরকার অনন্তপুর পাঁচপাড়া জামাত হইতে ফিৎরা ৪৲ ২৮। মোহাঃ কাছেদ আলী সরদার সাং গাছাবাড়ি মধ্যপাড়া ফিৎরা ২৲ ২৯। মোহাঃ আবদুর রাজ্জাক মণ্ডল, মতরপাড়া জামাত হইতে ফিৎরা ৩০৲ ৩০। হাজী মোহাঃ সাঈদ উদ্দিন, যাদুর তাইর পোঃ শাখাটা ফিৎরা ১০৲ ৩১। যাদুর তাইর জামাত হইতে মারফত ঐ ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২৲ ৩২। হাজী মোহাঃ কাদের বখশ সাং মাছবাড়ী ফিৎরা ৩৲ ৩৩। মোহাঃ মছির উদ্দিন আখন্দ কালাপাথারী পোঃ বোনার পাড়া ফিৎরা ২৲ ৩৪। মাষ্টার মোহাঃ জহিম উদ্দিন বি, এ, বি টি সাং গাছাবাড়ি পোঃ বোনার পাড়া ফিৎরা ২৲ ৩৫। মোহাঃ এন্তাজ আলী ফিৎরা ২৲ ৩৬। মোহাঃ জতিক উল্লা আখন্দ হেলেঞ্চা জামাত হইতে ফিৎরা ২৲ ৩৭। হাজী মোহাঃ কেফায়েতুল্লা তেলিয়ান পোঃ বোনারপাড়া ফিৎরা ৪৲ ৩৮। হাজী মোঃ বশারত, বাটী জামাত হইতে ফিৎরা ২৲ ৩৯। মোহাঃ আসর আলী ফকির সাং শিমুলিয়া পোঃ বোনার পাড়া ফিৎরা ১০৲ ৪০। ডাঃ মোহাঃ নবাব আলী আখন্দ সাং মতর পাড়া ২নং মসজিদের তরফ হইতে ফিৎরা ১০৲ ৪১। মোহাঃ বাহার উদ্দিন সরকার সাং ধানগড়া ফিৎরা ৫৲ ৪২। হাজী মোহাঃ সমতুল্লা সাং সোনাতলা ফিৎরা ২৲ ৪৩ মোহাঃ ইমাদ উদ্দিন সাং শ্যামাপুর জামাতের

www.ahlehadeethbd.org

তরফ হইতে ফিৎরা ২৲ ৪৪। মোহাঃ নূরুল হোসেন কাযী, যাতুর তাইর জামাত হইতে ফিৎরা ৩৲ ৪৫। মোহাঃ ইয়াকুব আলী মাষ্টার বোনার পাড়া ফিৎরা ৩৲ ৪৬। মোহাঃ আবদুল লতিফ মণ্ডল সাং কালাপানি কুরবানী ১৫৲ ৪৭। মোহাঃ বছির উদ্দিন প্রধান সাং শ্যামপুর ফিৎরা ৫৲।

যিলা বগুড়া

দফতরে মনি অর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। আলহাজ্জ ডাঃ মোহাঃ কাসেম আলী সাং সিচারপাড়া পোঃ ভেলুরপাড়া কুরবানী ৩৯৲ ২। মোহাঃ কাসেম আলী, গাবতলী কুরবানী ৫৲ ৩। হাজী মোহাঃ মঈনউদ্দিন, খোর্দবলাইল পোঃ হাটসেরপুর কুরবানী ৯৲ ৪। মোহাঃ কলিম উদ্দীন ক্লার্ক বগুড়া ক্যালেকটরেট কুরবানী ২০৲ ৫। মওঃ মোহাঃ ফজলুর রহমান, ছাতীনপাড়া জামাত হইতে পোঃ পুনট কুরবানী ২৲ ৬। মওঃ আবদুস সালাম ফাজেল পোঃ বোনারপাড়া এককালীন ৫৲ ৭। আবুল হোসেন সাং ধারকী ঘনপাড়া পোঃ ঐ কুরবানী ১০৲ ৮। মৌঃ মোহাঃ কোফিল উদ্দিন ইমাম ধারকী হাজীপাড়া মসজিদ পোঃ বানিয়াপাড়া কুরবানী ১০৲ ৯। মোহাঃ নূরুদ্দীন সাং কাঁদোয়া টোলপাড়া পোঃ বানিয়াপাড়া ফিৎরা ৫৲ কুরবানী ৫৲ ১০। মৌঃ মোহাঃ আবেদ আলী বেগুনগ্রাম পোঃ কালাই ফিৎরা ৫৲ কুরবানী ৫৲ যাকাত ৫৲ ১১। মৌঃ আবদুল বারী কাঁদোয়া বানিয়াপাড়া ফিৎরা ৫৲ ১২। আবদুল হামীদ সাং কালাই হাটা পোঃ জোরগাছা ফিৎরা ৫৲ ১৩। মৌঃ মোহাঃ যাকারীয়া বানিয়াপাড়া আলিয়া মাদ্রাসা পোঃ বানিয়াপাড়া এককালীন ২৫৲ ১৪। মোহাঃ গোলাম রহমান সাং শাতটিকরী পোঃ হাটফুলবাড়ী ফিৎরা ৫৲ ১৫। আবদুল কাইউম সরকার সাং ভিটাপাড়া পোঃ কিচক ফিৎরা ১৲ কুরবানী ১৲ ১৬। মতিউর রহমান, গোড়দহ গাবতলী কুরবানী ৫৲ ১৭। মৌঃ মোহাঃ এলাহী বখশ পূর্ব সুজাবেতপুর শাখা জমঈয়ত হইতে ফিৎরা ১২০৲ ১৮। মোহাঃ তোফাজ্জল হোসেন তরফদার সেক্রেটারী দিথল কান্দির জামেমসজিদ কুরবানী ১০৲ ১৯। মওঃ মোহাঃ আনিছুর রহমান গুনিয়াকুড়ি পোঃ লোহাই ফিৎরা ৫৲ ২০। মোহাঃ আবদুল মালেক সরকার সাং জয়ভোগা পোঃ বেগুনি কুরবানী ৩৲ ২১। আবদুর রাজ্জাক মণ্ডল, সাং ও পোঃ বোহাইল কুরবানী ৩৲ ২২। মোহাঃ রোস্তম আলী দেওয়ান প্রিন্সীপ্যাল সান্তাহার কলেজ কুরবানী ১৩ ২৩। মৌঃ মোহাঃ আবদুল ওয়াহেদ সাং ঘুঘুমারী পোঃ চন্দন বাইসা ফিৎরা ২৲ ২৪। আলহাজ্জ মোহাঃ নউমুদ্দিন সাহানা সাং দামগাড়া কুরবানী ৫৲ ২৫। মোহাঃ এলাহী বখশ সরদার তালসন পোঃ ক্ষেতলাল কুরবানী ২৲ ২৬। মোহাঃ আলতাফ আলী মিঞা বি, বি এ, এড, সাং তরফমেরু পোঃ গাবতলী কুরবানী ৫৲ ২৭। মোহাঃ আব্বাছ আলী সরকার সাং ধুপসারা পোঃ কালাই কুরবানী ২৲ ২৮। মোহাঃ হাকীম উল্লাহ বড় মসজিদ লেন কুরবানী ১০৲ ২৯। আবদুল জব্বার ইমাম দিঘিপাড়া জামে মসজিদ হাটসেরপুর কুরবানী ১০৲ ৩০। মোহাঃ দেলওয়ার হোসেন, পলিকাদোয়া পোঃ বানিয়াপাড়া কুরবানী ৫৲ ৩১। আবুল কাসেম মিঞা, সোনারপুর পোঃ বাগজানা কুরবানী ৬'৭০ ৩২। মোহাঃ মুফাজ্জল হোসেন সাং ও পোঃ বানেশ্বরপুর কুরবানী ১০৲ ৩৩। মৌঃ মোহাঃ হাসান আলী ইমাম বোহাইল মসজিদ কুরবানী ১০৲।

যিলা দিনাজপুর

দফতর ও মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ নিয়ামতুল্লাহ মুন্সী সাং লোহাচড়া পোঃ ডাঙ্গাপাড়া কুরবানী ৫৲ ২। মোহাঃ হামর উদ্দিন সরকার সাং নামার বিষ্ণুগঞ্জ কুরবানী ৪৲ ৩। নূরুদ্দিন আহমেদ ভাঙ্গার হাট পোঃ স্বাসকান্দার কুরবানী ৩৲।

www.ahlehadeethbd.org

যিলা যশোর

দফতরে ও অনিঅর্ডা'র যোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ ভিখারুল ইসলাম, ঝিনাইদহ টেইলর হাউস কুরবানী ২১'৫০ ২। মোহাঃ মুসলেম আলী মল্লা, হলিধানী জামাত হইতে কুরবানী ১০৲ ৩। ফিরোজ আহমাদ ঝিনাইদহ ওয়াপদা ডিভিসন নং ১ কুরবানী ১০৲ ৪। মওঃ আবদুর রহমান, কিশমত-ঘোড়া গাছা পোঃ সাগান্না এককালীন ১৲।

যিলা ফরিদপুর

মণিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। আলহাজ এস, এম লুৎফর রহমান সাং বড়ালতলী পোঃ কে, ডি, গোপালপুর কুরবানী ৭'৫০ ২। আলহাজ মওঃ আবদুর রাজ্জাক, বড়ালতলী পোঃ কে, ডি, গোপালপুর কুরবানী ৭১'০৬ বিভিন্ন জামাত আদায়।

যিলা কুমিল্লা

মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। এ, গাফফার ভূইয়া মোহাম্মদ নূর কুরবানী ৭৲।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে-হাদীস কর্তৃক পরিবর্শিতে কয়েকখানা ধর্মীয় পুস্তক

মরহুম আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী প্রণীত

		মূল্য
১।	আহলে-হাদীস পরিচিতি	৩'০০
২।	ফির্কাবন্দী বনাম অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি	
	বোর্ড বাঁধাই	২'৫০
	সাধারণ বাঁধাই	২'০০
৩।	[আযযাওউললামে উর্দূ] মসজিদ সম্পর্কে আলোচনা	১'০০
৪।	তিন তালাক প্রসঙ্গ	১'০০
৫।	ইসলাম বনাম কম্যুনিজম	'৬১
৬।	মুসাফাহা এক হস্তে না দুই হস্তে	'৪০
৭।	আহলে কিবলার পিছনে নামায	'২৫
৮।	নিরুদিষ্ট পুরুষের স্ত্রী	'৩৭
৯।	ঈদে কুরবান	'৫০

আরাফাত সম্পাদক মৌলবী আবদুর রহমান প্রণীত

১০।	নবী সহধর্মিণী	৩'০০

মওলানা মতীয়ুর রহমান প্রণীত

১১।	তরীকায়ে মুহাম্মদীয়া [২য় খণ্ড]	৪'৫০

মওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ প্রণীত

১২।	নামায শিক্ষা [হুয়াইট প্রিন্ট]	'৭৫
	নিউজ প্রিন্ট	'৬২

মওলানা আবদুল্লাহ ইবনে ফযল প্রণীত

১৩।	সহীহ নামায ও দোওয়া শিক্ষা, ২য় খণ্ড	২'৫০

আল্লামা সুলায়মান নদভী প্রণীত এবং আরাফাত সম্পাদক কর্তৃক উর্দূ হইতে অনূদিত

১৪।	সোশিয়ালিজম বনাম ইসলাম	'৫০

এবং

অন্যান্য লেখকের ইসলামী গ্রন্থ মালা

প্রাপ্তিস্থান : আল-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউজ,
৮৬, কাযী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

Contents

January 1971 Regd No. DA-55

Phone : 245490

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কুরায়শীর
অমর অবদান

দীর্ঘদিনের অক্লান্ত সাধনা ও ব্যাপক গবেষণার অমৃত ফল

আহলে-হাদীস পরিচিতি

আহলে হাদীস আন্দোলন, উহার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে এই বই আপনাকে অবশ্যই পড়িতে হইবে।

মূল্য : বোর্ডবাঁধাই : তিন টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান : আল্‌-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দী রোড, ঢাকা—২

লেখকদের প্রতি আরজ

- তর্জুমানুল হাদীসে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন যে কোন উপযুক্ত লেখা—সমাজ, দর্শন, ইতিহাস ও মনীষিদের জীবন চরিত্র-সম্পর্কিত আলোচনামূলক প্রবন্ধ, তরজমা ও কবিতা ছাপান হয়। নূতন লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ দেওয়া হয়
- উৎকৃষ্ট মৌলিক রচনার জন্য লেখকদিগকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।
- রচনাসমূহ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। লেখার দুই ছত্রের মাঝে একছত্র পরিমাণ ফাঁক রাখিতে হইবে।
- অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান হয় না। অতএব রচনার নকল রাখা বাঞ্ছনীয়।
- বেয়ারিং খামে প্রেরিত কোন রচনা গ্রহণ করা হয় না।
- রচনা সম্পর্কে সম্পাদকের মতামতই চূড়ান্ত। অমনোনীত রচনা সম্পর্কে কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে সম্পাদক বাধ্য নন।
- তর্জুমানুল হাদীসে প্রকাশিত রচনার যুক্তিযুক্ত সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হয়।

—সম্পাদক

Printed and Published by Md. Abdul Bari At Al-Hadeeth Printing and Publishing House, 86, Qazi Alauddin Road, D[illegible]

www.ahlehadeethbd.org